লেখকের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ

Poems

চিত্রোৎপলা

গীতমঞ্জরী

রূপমঞ্জরী

ইন্দ্রধনু

প্রকাশক শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড

জিজ্ঞাসা

১৩৩এ রাসবিহারী এ্যাভিনিউ। কলিকাতা ২৯

মুদ্রক শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

প্রভু প্রেস। ৩০ কর্নওআলিস্ স্ট্রীট। কলিকাতা ৬

গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল— কাব্যগ্রন্থ-প্রকাশ। বিশেষ সে কাব্যের প্রকৃতি যদি সেকেলে হয়, তা হলে সেরূপ উদ্যমকে নিষ্ফল বলাই আরও সংগত। সেই নিষ্ফলতারই এই ভূমিকা। অন্য প্রয়োজন না থাকুক, কৃতজ্ঞচিত্তে ঋণস্বীকারের একটা ঔচিত্য আছে তো।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যে লেখকমাত্রেরই রবীন্দ্রনাথের কাছে যে ঋণ তা সকল স্বীকার-অস্বীকারের বাইরে। আকাশ-আলোক জল-বায়ু ধরিত্রী এবং দেশ বা সমাজ এদের কাছেও মানুষ আলাদা ক'রে কোনো কৃতজ্ঞতা জানায় না। কিন্তু, বর্তমান গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের দুটি বিশেষ রচনা থেকে, কিছু ভাব নয়, ভাষা পর্যন্ত আত্মসাৎ করা হয়েছে, সেটা বাহুল্য হলেও বলতে হবে। 'হে মহাপথিক' কবিতার সূচনায় উদ্ধৃতিচিহ্নে তা জানানো সম্ভব হয়েছে, কিন্তু 'মানব' কবিতায় সে সুযোগ ছিল না। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ থাক্, উক্ত কবিতা দুটি ও 'মধুবাতা ঋতায়তে' -রচনার দুরূহ উদ্যমে প্রেরণা দেন বন্ধুবর শ্রীকানাইলাল সরকার।

এই গ্রন্থ-প্রকাশকালে অকালবিচ্ছিন্ন সুহৃৎ, বাণীচরণচারণচক্রবর্তী, কবিতাকমলমধুমত্ত ভৃঙ্গ, অজিতচন্দ্র চক্রবর্তীকে মনে পড়ে। তাঁর উৎসাহ ও রসগ্রাহিতা হয়তো পক্ষপাতদুষ্টই ছিল ; তবু, বর্তমান লেখকের অন্তরে সংক্রামিত হয়ে তাঁর আলস্য বা ঔদাসীন্যকে দূরীভূত করেছিল, এ কথা ভোলবার নয়।

গ্রন্থের শেষ কবিতা দুটি অমলকিরণ -নামান্তরধারী সুকবি কে. ডি. সেথ্‌নার ইংরেজি থেকে অনূদিত। ভাষান্তর-প্রকাশের অনুমতি দেওয়ার জন্য কবি এবং তা সংগ্রহ ক'রে দেওয়ার জন্য শ্রদ্ধেয় শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত ধন্যবাদার্হ। শ্রীদিলীপকুমার রায় মহাশয়ের 'অনামী' কাব্যে মূল কবিতা-দুটি পাওয়া যাবে : Canzonet এবং This Errant Life।

শিল্পীশ্রেষ্ঠ শ্রীনন্দলাল বসুর তূলির লিখনে উৎসর্গের বিভূষণ পূজনীয় আচার্যদেবের বিশেষ স্নেহবশতঃই সম্ভব হল।

শেষ কথা। কবিতা লেখা (লোকোত্তর প্রতিভার কৃতি যা তার কথা হচ্ছে না) অতিশয় সহজ। কে না লেখে? ব্যাকরণশুদ্ধ লেখা, সে বিষয়ে যদি কারও ইচ্ছা বা আগ্রহ থাকে তো অবশ্যই তাঁকে স্বীকার করতে হবে, একটু কঠিন। আরও বহুগুণে কঠিন হল 'নির্ভুল' ও পরিপাটি মুদ্রণ। সে দিকে শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীরামেশ্বর দে, শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক, শ্রীদাশরথি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উৎসাহদাতা বান্ধব-গণের সহযোগিতা ও আনুকূল্য লেখককে অশেষ কৃতজ্ঞতায় বদ্ধ করেছে।

এই অনাবশ্যক ও দীর্ঘ ভূমিকা পার হয়ে কবিতা পর্যন্ত কেউ যদি পৌঁছোন, ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু তাঁকে বলতেই হবে। ধৈর্যের তাঁর কী পুরস্কার মিলবে জানা নেই, তবু তাঁকেই স্বাগত জানিয়ে, লেখা রেখে লেখক বিদায় নিচ্ছেন। অগ্রহায়ণ ১৩৫৬

সাহিত্য-সব্যসাচী

চিত্রতনু রসাত্মক বাক্যের

ঐন্দ্রজালিক

কবি শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

করকমলেষু

পরায়তীনামন্বেতি পাথ
আয়তীনাং প্রথমা শশ্বতীনাম্ ।
ব্যুচ্ছন্তী জীবমুদীরয়ন্ত্যুষা মৃতং কং চন বোধয়ন্তী॥

ঋগবেদ । ১-১১৩-৮

শরৎপ্রভাত

—

অঙ্গনে মোর শরৎ এনেছে
শেফালির অঞ্জলি।
দূর্বার শিষে শিশির হাসিছে
কিরণে কিরণে ঝলি।
নীল অম্বরে বিহগকাকলি ;
রিক্ত শুভ্র মেঘে
ভারহীন যত স্বপ্ন ও সাধ
ভেসে যায় বায়ুবেগে।
এল ফিরে এল বকুলতলায়
আলোতে-ছায়াতে-লীন
বেণুস্বরস্রোতে কাজ খোওয়াবার
অলস ভাবনাহীন
আমার ছুটির দিন।

বোলপুর
৮ আশ্বিন ১৩৪৪

শিল্পী

নন্দলাল

স্থান অজন্তা-ইলোরার মধ্যবর্তী ঔরঙ্গাবাদ শহর। পান্থশালা। কাল ১৩৪৩ সনে দ্বিতীয়বার অজন্তা-তীর্থ-দর্শনের অব্যবহিত পরে। রাত্রি

আত্মকথা

-

সুপ্ত পান্থশালা—
নির্বৃতদীপালি, জ্যোৎস্না-ঢালা।
মায়াময়ী এ শর্বরী
স্বপ্নাংশুকে নিখিল আবরি
মন্দারহসিত কোন্ নন্দনের তীরে
একা বসি অলক্ষ্যে লক্ষিছে ধীরে ধীরে
প্রসারিত গিরিবন নগর প্রান্তর,
ঘনীভূত সুপ্তি মৌন, স্নিগ্ধ ছায়াস্তর—
তারই প্রান্তে আঁকাবাঁকা তটিনীরা
অধীর গদ্গদগিরা
অভিসারিণী রে
অপার অগাধ সিন্ধুনীরে
নিত্যআন্দোলন যেথা উন্মথিয়া উঠে
শিবের তাণ্ডবপদপাতে।···

শিল্পী

নেত্রপুটে
আজি নিদ্রা নাই।
বন্ধু ভাই
দুই ধারে নিদ্রাগত।
স্বপনের মতো
মনে পড়ে অতীত জীবন—
সাহস, সাধনা, অনুক্ষণ
প্রাণের যে প্রকাশআকৃতি—
বোবা অনুভূতি—
এ বিশাল অপূর্ব জগতে
ফিরাইল অন্তহীন পথে
ফিরালো রে চিরদিন—
সুচিরনবীন
অজন্তার এই তীর্থে পুণ্য অভিষেকে
বিস্ময়ের যৌবরাজ্যে, সীমা থেকে
অসীম অবধি, লভিনু যে ঐশ্বর্যসম্ভার
চিরঅনায়ত্ত যাহা চিরসাধনার
ধন।···

প্রথম সে এসেছি, যখন
প্রথম যৌবন।
বুঝি নি রূপের মর্মে কী মাধুরী,
হাসির চাতুরী
অঙ্গে অঙ্গে তাই তারই অনায়াসে ফুটে—
রেখার ভঙ্গীতে আর বর্ণের সঙ্গীতে নেয় লুটে

শোভামুগ্ধ হৃদি।
কী অপূর্ব নিধি.
প্রভাত প্রদোষ নিশা,
পুষ্প পাখি গিরি মেঘ -আঁকা দশ দিশা!
কী অপূর্ব! তবু বুঝি নি যে
কোন্ সূত্রে গেঁথে গেঁথে, নিজে
পরিব, পরাব মোর মালা
প্রিয়জনে।···

আশ্বিনের স্বর্ণসুধা-ঢালা
প্রভাতবেলায় এসেছিনু এই গিরিতটে;
গুহায় গুহায় তার মৃত্যুহীন পটে
কী জানি কী আঁকা!— নির্ঝরিণীকলস্বর;
গিরিগাত্রে বন্ধুর সোপানপংক্তি-'পর
অজস্র শেফালিফুল:
জ্যোতির্ময় ঊর্ধ্ব হতে তখনো তো রবিকরাঙ্গুল
মুছে নি উত্তরি গিরিব্রজ শিশির তাদের।
বহু শতাব্দের
শান্তি আর নীরবতা,
নীলাম্বর-হতে-অবনতা,
অলক্ষ্যে কি আগুলিছে
বুদ্ধের অলক্ষ্য ধ্যানাসন! তারই পিছে
শোভা লয়ে ফুলগুলি, গীত লয়ে পাখি
করে আত্মনিবেদন। মোর ভাবনা কি
হেথায় পাবে না ভাষা?
স্বপ্ন সাধ আশা

শিল্পী

মূর্তি-মাঝে হবে না সফল ?
কী উত্তর পাব তার না জেনে কেবল
ভালো লেগেছিল এই ভূমি।···

দিনে দিনে মুকুল হৃদয় উঠিল কুসুমি।
অভিনব দিগ্বলয়
এ বিশ্ব বেষ্টিয়া নিল হেন মনে লয় ;
কেন্দ্রে নিত্য ধ্যানসমাসীন
বুদ্ধ ভগবান। প্রতিদিন
অশরীরী শ্রমণের স্তবমন্ত্র-সনে
অজন্তার গুহায় গুহায় আঁধার গহনে
অনন্ত জীবনছন্দ
প্রকাশিল— কী করুণা কী আনন্দ
সীমাহীন সমুদ্রের তরঙ্গের মতো
দেবতার লীলায় নিয়ত
জড়ত্বের বিশ্বব্যাপী বাধায় বাজিছে :
এ কি ব্যর্থ— এ কি মিছে—
তরুলতা-পশুপক্ষী-মানবের জীবনে জাগিছে
মহামানবের মূর্তি আর আত্মদান ?···

অতীতের অনির্বাণ
অমৃতপ্রদীপ। সে শিখায় দীপ্ত করি তূলি
উন্মাদ বাউল -হেন আপনারে ভুলি
তোমারেই করিনু আরতি পথে পথে ভ্রমি।
নমি তব পদপ্রান্তে, নমি আজ নমি,
ওগো নরনারায়ণ !

এ তূলি কি করিবে গ্রহণ—
এ আরতি ?
লোকান্তরে পাঠাবে আবার, যদি
সেথাও তোমার পূজা হয়
আনন্দআবেগভরে চিরমূর্তিময় ?

বোলপুর
৮ আশ্বিন ১৩৪৪

শিল্পীর সন্ধ্যা

অবনীন্দ্রনাথ

আত্মকথা

রসের আবেগ-ভরে চিরন্তন রূপের আকৃতি,
মর্মে মর্মরিত চির বোবা অনুভূতি,
প্রাণ ভ'রে নিয়ে যাব এই।
অন্ত নেই কোনো কালে, অন্ত নেই নেই
জন্মে জন্মে লোকে লোকে।
প্রাণের বাহিরে এই অনিন্দ্য আলোকে
মূর্তিমন্ত করিলাম যত প্রাণনিধি,
[আবেগগদ্গদ হায় হৃদি]
বাগর্থমণ্ডিত করি গীতিমূর্ছনায়
স্বপ্ন সাধ অনুরাগ যত কেন সাধিলাম হায়,
রয়ে গেল চিরন্তন রূপের আকৃতি—
মর্মরিত বোবা অনুভূতি—
প্রাণ ভরে নিয়ে যাব এই।
মরি রে, কোথাও অন্ত নেই
ভুবনে ভুবনে।...

ফিরে ফিরে জাগে আজ মনে :
রুদ্ধ মন্দিরেতে ক্ষুদ্র ভবনের কোণে
পড়ে যা রয়েছে প'ড়ে থাক্।

উষসী

ভীরু মূঢ় মানবেরা বিস্ময়ে অবাক্
আরাধনা করে যদি তারে—
ধূপ দেয়, দীপ দেয়, নিত্য ধুলা ঝাড়ে—
আমি যে শুনেছি নিত্য-নবীনের ডাক।
পড়ে যা রয়েছে প'ড়ে থাক্।…

চিরচঞ্চলের অনুসারী
ধুলে ধুলে ফুলে ফুলে পদচিহ্ন তারই
নিশিদিন খুঁজি।
চকিত সে পদস্পর্শে বুঝি
ফুটে ভাব ভাষা;
কায়ার আকৃতি লয়ে কম্পমান আশা
প্রাণের, নিমেষে ফুটে অভিনব রূপে—
রেখার ভঙ্গীতে ভরে, বর্ণের সঙ্গীতে চুপে চুপে
অপূর্ব অনুপ
নির্নিমেষ নেত্রে যেন ওঠে বেজে বেজে। হায় রূপ!
হায় ভাষা! হায় আশা! ক্ষণরসাবেশ!
পরশনস্মৃতি-ভরা সঙ্গীতের রেশ
নীলাম্বরে তখনি মিলায়
মোহন-লীলায়।
চিরচঞ্চলের অনুসারী
চরণসঙ্গীতে তার চিরমূর্তি দানিতে কি পারি
আমি কবি, আমি রূপকার!…

'ধর্ম, নীতি, পরউপকার,
আমার তাহাতে নাই কাজ।

শিল্পীর সন্ধ্যা

যে দেবতা রূপে রূপে করিছে বিরাজ,
দেবতা ব'লেও সদা বুঝিতে পূজিতে নাহি পারি,
অহরহ আরাধনা তারই—
মুগ্ধ দুটি দৃষ্টিদীপে প্রীতি উদ্ভাসিয়া,
প্রাণে প্রাণে পটে পটে আনন্দনিষ্যন্দী তূলি দিয়া
আঁকিয়া আঁকিয়া।
সজ্জননিন্দিত পথে তাই অভিসার
প্রাণের আমার।
সোনা মণি -সঞ্চয়ের নাই কোনো তৃষা;
জড় ও যে। তর্কে কভু নাহি পাই দিশা;
সূক্ষ্ম সত্য কখনো খুঁজি না।
আমি তো বুঝি না
ভক্ত কেন চক্ষু মুদে রয়।
নিরুদ্ধইন্দ্রিয় যোগ উপাসনা নয়—
নয়নে শ্রবণে ঘ্রাণে অঙ্গে অঙ্গময়
সুন্দরের আরাধনা। হায় গো কবীর,
হাসি পায়, তৃষিত যে গহন গভীর
সলিল -বিহারী মীন!
অহরহ সুন্দরের অঙ্কে রহি লীন,
সুন্দরের সন্ধানেই ফিরি প্রতিদিন—
সীমাহীন এই তো কৌতুক।
বিরস গম্ভীর মুখ—
ধর্ম, নীতি, পরউপকার
নয় গো আমার।...

দিশে দিশে কাঁদে ওরা, দাও দাও ভাষা,
চিরবিরহীরে তব বক্ষে দাও বাসা;
যে হও সে হও
অপরূপ ক্ষণটিরে ছিনাইয়া লও
মৃত্যু হতে; সুচিরনূতন
অনুপমদীপ্তিভরে তারার মতন
যুগান্তরঅন্ধকার বিদ্ধ যেন করে
মানবের হৃদয়অম্বরে।
গিরি বন দশদিক কাঁদে পশুপাখি;
কাঁদে ধূলি; কাঁদে ফুল; ছিন্নবস্ত্রআবরণে থাকি
অনাদৃত ভিক্ষুণীযৌবন,
ভস্মে হুতাশন;
হাটুরে বাটুরে;
গৃহহীন বেদে ভবঘুরে;
গুণ্ঠিত কুণ্ঠিত বধূ লজ্জিত বাসরে;
পূজারিনি অর্ঘ্যথাল্লা সুসজ্জিত ক'রে
মন্দিরসোপানে বসি; লুব্ধ যেই ছাগ
চুরি করে দেবতার ভাগ;
কাজরীউৎসবে তরুণীরা;
বলাকাচকিত ঘন; যমুনা সে নীপকুঞ্জতীরা;
আর, এই দীপ্ত দ্বিপ্রহর—
দিশে দিশে মধুচক্রগুঞ্জিত শহর;
পথে পথে জনস্রোতে যানস্রোতে ভাসি
ক্ষণে ক্ষণে কত কান্না হাসি,
রূপের ঝলোক;
কত মুখ কত চোখ;

শিল্পীর সন্ধ্যা

যুবক কিশোর ; সোনা
জননীর অঙ্কনিধি দিনে যেন চারু চাঁদকোণা।
স্নেহের প্রেমের দুঃখে সুখে
যে ব্যথা বহিয়াছিল মহাশ্বেতা বুকে,
যে ব্যথায় শাজাহান বিশ্বের সম্মুখে
বিকাশিল মর্মরকুসুমে,
সেই ব্যথা মূক চিত্ত চুমে'
পথভিক্ষুকের।
বিশ্বময়
সম্মিলিত কণ্ঠে ওরা কয় :
মানববুকের
দাও ওগো দাও বাসাখানি,
দাও ভাষা আনি।...

যে গুণীর পদস্পর্শ-লাগি
যুগে যুগে বসুন্ধরা প্রতীক্ষায় জাগি
নীলসিন্ধুবস্ত্রপরিহিতা,
আকাশবিস্মিতা
হিমাচলচূড়ে,
দূরে হায় দূরে
কোন্ গ্রহনক্ষত্রের পুরে
আজি সে ঘুমায় ?
কবে নবপ্রভাতের আলোকচুমায়
জাগিবে সে এই মর্ত-'পরে
মানবের ঘরে ?

ভাষা দিবে মূক ত্রিভুবনে,
অমৃতমুরতি দিবে দুঃখসুখচঞ্চলিত ক্ষণে
জীবনে জীবনে।
[যে ভাষা দিয়েছি, আজও, কিছু হয় নাই।
কী রূপ রচিনু, ছাই,
প্রাণঅনুরাগে !]
ধরণীর গূঢ় মর্মে জাগে
কী আহ্বান ! তাহে মিশে থাক্
আমার এ ডাক :
এসো মহাভবিষ্যৎ হতে
ধরণীর এই ধূলিপথে
অরূপের অনুসারী রূপঅভিসারে !
এসো তুমি, এসো এ সংসারে !
প্রাণ তব প্রস্ফুটিত ফুল,
মধুময়, সৌরভব্যাকুল—
বিশ্ব আসে সংগোপনে সেই মধু পী'তে ;
সেই মধুগন্ধে স্বর্ণপরাগদীপ্তিতে
যবে পুন জাগে
ভালো তুমি বাসো অনুরাগে
নিখিল ভুবন।
এসো তুমি এসো ! ওগো, তোমার নয়ন
যেন স্মিত শুকতারা দুটি
বিশ্বভুবনের 'পরে নির্নিমেষ ফুটি
আনন্দকিরণে। তব পদস্পর্শ লাগি
বসুন্ধরা নিত্য আছে জাগি।...

শিল্পীর সন্ধ্যা

যাই তবে যাই— প্রাণে নিয়ে রূপের আকৃতি
রসের আবেগ-ভরে, মর্মরিত বোবা অনুভূতি
আর কিছু নয়।…
ভাবি সবিস্ময় :
দূরে হায় দূরে
কোন্ গ্রহনক্ষত্রের পুরে
রূপস্রষ্টা শিল্পী সে ঘুমায়!
ঘুমায় কি মোর মুগ্ধ চিতে ?
কোন্ পৃথিবীতে
কোন্ নবপ্রভাতের আলোকচুমায়
জাগিবে সে ?
ডাক দিয়ে চলিলাম শেষে।

শান্তিনিকেতন
২২ কার্তিক ১৩৪৪

আরতি

কবিকুলশিরোমণি,
আমি শুধু বাউল চারণ। চলেছে দেখো নি
পথিক সহস্র শত ?
চলেছে নিয়ত
বন্দরে, নগরে, হাটে, ফসলের ক্ষেতে ;
ভবনসমুখে তব ক্ষণকাল আঁচলটি পেতে
বসেছে শীতল ঘন বটের ছায়ায়।
আমিও তেমনি নিত্য পথের মায়ায়
রাঙাধুলিধূসরিত এই পথে চলি ;
শিশিরনিষিক্ত তৃণ দলি
উষারে ভেটিতে যাই তালবনতলী
ভবনসমুখ দিয়া তব।
কারে কব
উত্তরীয়আবরণে লুকায়ে বাঁশরি
দিনে শতবার কেন আনাগোনা করি
এই পথে !···

বসন্তে শরতে
আকাশ আলোক -মাঝে
কী সুরে হৃদয় বাজে !
রূপ-রস-গন্ধরাজি ছুঁয়েছে যেমনি
মুগ্ধ প্রাণ, হয়ে গীতধ্বনি
মোর প্রাণ ভুলালো কিরূপে !

আরতি

চুপে চুপে,
একলব্য যথা দ্রোণআরাধনে,
নিভৃত সাধনে
আনন্দে দ্বিধায় দুলি
তেমনি শিখেছি সুরগুলি
তোমারই চরণতলে বসি।
তুমি তো জানো না।...

হায়, কত অশ্রু খসি
পড়েছে পথের তৃণে
দিনে দিনে ;
রবিকর-হেন তব আনন্দআশিসে
ঝলকি উঠেছে মরি শ্যামদূর্বাশিষে—
আমার মনের বনে জেনেছি তখনি
এ যে মুক্তা! এ যে মণি!
তুমি তো জানো না।... •

এই পথে
বসন্তে শরতে
গিয়েছি ফিরেছি কত বার
দুয়ারে তোমার
নীরব বেণুটি-বুকে বহি
সুরের বিরহী ;
কখনো বা শুনি
অকস্মাৎ গুন্‌গুন্‌ উঠিল গুঞ্জনি
এইখানে এসে।

তুমি তা জানো না।···

হে গুরু, হে বন্ধু, হেসে
স্বপ্নে তব ধরিয়াছি কর ;
অন্তরে অন্তর
করিয়াছি অনুভব ;
কয়েছি উচ্ছল কলকথা। হায় গো সে-সব
আমি শুধু জানি।
হেরো এই মুগ্ধ দীপ আনি
তোমারই বরণে আজি জ্বালিলাম, রবি !
তোমারে বন্দিনু ওগো কবি !

বোলপুর
২১ কার্তিক ১৩৪৪

স্বপ্নশেষ

রবীন্দ্রনাথ

আত্মকথা

-

আকাশনিমগ্ন এই ধরণীর ঘাটে
সুরের তরণী বেয়ে তরঙ্গের নাটে
স্বপ্নের উজান খরস্রোতে
ভেসে এসেছিনু দূর ভবিষ্যৎ হতে—
দূর, অতি দূর।…

তরঙ্গের সাথে
অভিসারী তরঙ্গ-আঘাতে
গান হয়ে উচ্ছ্বসিল সুর,
নামহারা পরিচয়হীন অদৃশ্য বন্ধুর
রচিল আসনখানি শতলক্ষ-দলে-
বিকশিত দিব্য শতদলে
মুহূর্তের তরে।…

মুহূর্তঅন্তরে
কী মন্ত্র পড়িল্ল জাদুকর,
তাই তারে অশীতি বৎসর
ব'লে ভ্রম হয়—
বাল্যজরা-হর্ষশোক-আশাশঙ্কা-ময়
অতি দীর্ঘ কাল।…

সেই গৃহ, এই সে সকাল,
যেখানে মর্তের মুগ্ধ আলো
মুহূর্তে বেসেছি আমি ভালো,
মুহূর্তে নিয়েছি টেনে হৃদয়ে আমার
এ বিশ্বসংসার।...

জীবনের চলচ্চিত্রমালা
শেষবার দেখা দেয় ছায়ারৌদ্র-ঢালা
স্বপ্নময় স্বরূপে তাহার।
দেখা দেয় শেষবার
তরণী ফেরার মুখে
আঁখির সম্মুখে
বিদ্যুতের গতি।...

দূরে, অতি
দূরান্তরে, পৃথিবীর নব নব দেশে
ফিরেছি পথিকবেশে
সত্য-শিব-সুন্দরের বাণীবহ দূত।
পুণ্যবেদী করিয়া প্রস্তুত
নিখিলমিলনযজ্ঞে নিখিলেরে ডাক
দিয়েছি। নির্বাক্
ভীরুরে দিয়েছি ভাষা। জন্মকাল হতে
যারা অন্ধ সেজেছিল, অপূর্ব আলোতে
মেলেছে নয়ন।...

স্বপ্নশেষ

নিঃসঙ্গ যখন
কেটেছে দিবস রাত্রি, উদার আকাশে
শুকতারা, সন্ধ্যাতারা ; তারই প্রতিভা সে
মৃদুমন্দকলকলে-
প্রবাহিত শান্ত নদীজলে।…

একমুষ্টি মল্লিকামুকুল
সুগন্ধি বকুল
উত্তরীয়প্রান্তে বেঁধে
অধরাঅধরস্পর্শ সেধে
উতলা কৈশোর।…

বাল্যকাল মোর
স্বর্ণপিঞ্জরের বন্দী, সবুজের নীলের গহনে
বনের পাখিরে হেরি আপনার মনে
বিষাদবিধুর, বোবা হরষে চকিত।…

ক্ষণমাত্র হয়েছে প্রতীত
অশীতি বর্ষের এ জীবন : নামে রূপে
পরিচয়ে রয়েছে আবৃত।…

চুপে চুপে
নাম রূপ দেশ কাল -রচিত নির্মোকে
অন্তরে মোচন করি অন্তরআলোকে
মোহমুক্ত চোখে

আপনারে হেরিলাম এই
অপূর্ব নূতন : নেই
নাম রূপ পরিচয় তার ; মুহূর্তেই
মর্তধূলি ছুঁয়েছিল, মুহূর্তেক-পরে
আবার ফিরিল ঘরে।...

চিরদূর রহস্যের স্বপ্ন ছোঁয় ব'লে
ধরণীর ধূলি— তৃণেতে কুসুম দোলে,
জড় পায় প্রাণ,
আকাশ আলোক বায়ু গেয়ে ওঠে গান,
অমৃত অপরিমাণ
ভরি দেয় পরিমিত এ মরজীবন।..

হে পূষন্‌,
প্রজ্বলন্‌ জ্যোতির্লোকে করো উদ্ঘাটন
হিরণ্ময় দ্বার।
স্বপ্নশেষ যাত্রাশেষ হয়েছে আমার।
সে পুরুষ হেরিতেছি আমি
আমারই অন্তরে, যিনি তব অন্তর্যামী

বোলপুর
১ ভাদ্র ১৩৪৮

এ প্রভাতে তুমি নাই

—

ঘোর ঘটা ক'রে এল শ্রাবণের মেঘে ;
বৃথা বায়ুবেগে
টলোমলো-টলোমল্ সঙ্গীতশতদল
অন্তরতরঙ্গে উঠিতে চায় যে কেন জেগে !
তুমি নাই, তুমি নাই,
এ প্রভাতে তুমি নাই—
তব আঁখি-অনুরাগ আকাশে ভুবনে আছে লেগে।

শরৎলক্ষ্মী ফিরে' শেফালির বনে,
স্মিতপ্রফুল্ল কাশে,
শিশিরিত ঘাসে ঘাসে,
আলো-ঝলামলো নীল নভঅঙ্গনে
তোমারে কি খুঁজে পাবে
নব গানে— নব ভাবে—
আলো-ভালো-লাগা চির পুলকআবেগে !
তুমি নাই, তুমি নাই,
সে লগনে তুমি নাই—
তব কণ্ঠের সুর নীলিমায় নীল রঙে লেগে।

উষসী

বসন্তবনতলে কৌমুদীবন্যায় বায়ুহিল্লোলে
বর্ণে গন্ধে গানে প্রাণে প্রাণে যবে ঢেউ তোলে,
ছন্দ যদি সে ভুলে,
অশ্রু যদি গো দুলে
সহসা নয়নকূলে—
চিরবসন্তধনে
কেমনে ফিরাব আর কোন্ দেবতার বর মেগে!
তুমি নাই, তুমি নাই,
মধুযামিনীতে তাই
উৎসব ম্লান হবে বিরহবিষাদখানি লেগে।

বোলপুর
২৫ শ্রাবণ ১৩৪৮

হে মহাপথিক

—

'হে মহাপথিক
অবারিত তব দশ দিক।
তোমার তো মুক্তি নাই, নাই স্বর্গধাম,
নাই যে চরম পরিণাম।
তীর্থ তব পদে পদে,
চলিয়া তোমার সাথে মুক্তি পাই চলার সম্পদে'
অহিংসার প্রেমের ক্ষেমের সোপানে সোপানে,
আত্মত্যাগসাধনায় কায়মনে প্রাণে,
এ মুহূর্তে এই রূঢ় দিনের আলোকে,
এ ধূলির ধরণীতে নিখিল জীবের সৌখ্যে শোকে।
জীবে জীবে শিব জানি; মানববিগ্রহ তব রাম:
অতন্দ্রিত জীবনের একখানি রচিয়া প্রণাম
তাঁরই পূজা ক'রে গেছ, অবিনাশী তার পরিণাম।
তোমার মন্দির নাই, মুক্তি নাই, নাই স্বর্গধাম।

মৃত্যুঞ্জিৎ অভী তুমি; দিগ্বিদিকে এ ভুবনময়
লক্ষ কোটি কণ্ঠে আজি উচ্চারিত 'জয় তব জয়',
গঙ্গা-গোদাবরী-সিন্ধু-ব্রহ্মপুত্র-তীরে,
রাজার প্রাসাদ হতে দীনের কুটিরে,
সপ্তদ্বীপা ধরিত্রীর পশ্চিমে পুরবে
বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় ওগো, বেদনায় লজ্জায় গরবে।

মৃত্যু ? হায়, বিক্ষুভিত সৃষ্টিসিন্ধু মথি
উঠে যদি হলাহল, জরাতুর মুমূর্ষু জগতী
কে তারে রক্ষিবে সেই সংকটের কালে—
ভস্মভূষা, দিগ্বসন, জটাজূটে অশ্রুগঙ্গা, ভালে
জলদগ্নি ধ্বক্ ধ্বক্, সেই শিব মহেশ্বর ছাড়া ?
মন্থন হয় নি শেষ ; হিংসাদ্বেষ কালকূটধারা,
জ্বালাময়, তীব্র, দুর্বিষহ,
আজও উঠে মানবের হৃদয়মন্থনে অহরহ।
বিশ্বের কল্যাণে বুঝি অমৃতঅধিক হল প্রিয়
সেই বিষ ? বিনিঃশেষে পান করি নীলকণ্ঠ হয়েছ তুমিও।

এ সংসারে যত দুঃখ যত গ্লানি তাপ
তারে কেন ব্যথা দেয় যেজন নিষ্পাপ,
যেজন অমৃতস্নু ! দিব্যদেহে নির্লজ্জ আঘাতে
সপ্তর্ষি শিহরে শূন্যে, অশ্রুজলপাতে
আর্দ্র হয় দেবতারও চোখ।
প্রেম যার ব্যাপ্ত করে এ মানবলোক
প্রাণ যে তাহার পোড়ে অহর্নিশ অনলে অনলে,
দেহে কী লাগিবে তাপ ? মালা হয়ে শোভে তার গলে
ওই মৃত্যুবাণ।
মৃত্যু তার গাহে জয়গান,
'জয়তু গান্ধিজি জয় জয় !'

[হে ভারত, আপনার কলঙ্ক অক্ষয়
পারো যদি ভুলে যেয়ো। অশোক সে অমৃত অভয়।
জয়তু গান্ধিজি জয় জয় !]

আফ্রিকায় কাফ্রিদের দেশে
মনুষ্যত্ব পায়ে দলে যেথা সভ্যতার ছদ্মবেশে
মিথ্যা স্বার্থবুদ্ধি, মিথ্যা জাতিঅভিমান,
শুরু তব সত্যাগ্রহ : অহিংস অপূর্ব অভিযান।
মানবপুত্রের ব্যথা তারা কি বুঝেছে, মিথ্যাস্তুতি
মন্দিরে মন্দিরে যারা গান করে? সত্যের আকৃতি
বুঝেছে তোমার?
বজ্র হতে দৃঢ় তব কুসুম হতেও সুকুমার
অলৌকিক চরিত্র-আধারে
যে নবযুগের বার্তা এনেছ তারে তো বারে বারে
উপেক্ষা করেছে মূঢ়, বিজ্ঞেরা করেছে পরিহাস।
তবু তো যে ছিল ভীরু, দর্পীর যে ছিল ক্রীতদাস,
ভয় ঘুচে গেল তার মুছে গেল গ্লানি :
'অন্যায়েরে মানিব না' বাজিল নির্ভীক এই বাণী,—
'অক্রোধে জিনিব ক্রোধ,
অসাড়ে জাগাব বোধ,
মূল্য দিব রক্তস্রাবী আপন নিষ্পাপ প্রাণখানি।'
নূতন যুগের নববাণী।

ব্রহ্মপুত্রতট হতে জ্বলে যেথা জ্বালামুখীশিখা,
হিমাদ্রিশিখর হতে কন্যাকুমারিকা,
তব পদস্পর্শে ধন্য পল্লী ও শহর—
কত পথ, কত ঘাট, কত বন, কত যে প্রান্তর
ভারতের। তোমারই জীবনে তব মৈত্রীভাবনাতে
নীলাম্বরপ্রবাহিত আলোবাতাসের সাথে সাথে
ব্যাপ্ত হয়ে গেছ তুমি সবার জীবনে।

হিন্দু মুসলমান শিখ খৃস্টানের সনে
আত্মার আত্মীয়রূপে বুঝি
ছিলে তুমি, আজও আছ তোমারে পাই নে যবে খুঁজি
আঁখির আনন্দধন এ আঁখি-সম্মুখে।
তোমার কল্যাণসত্তা নিখিলের সব দুঃখে সুখে।

'আসমুদ্রহিমাচল উথলি উঠিবে হিন্দুস্থান
যাত্রা শুরু হবে যেই' সে আশ্বাস, সে তব আহ্বান
আজও কি ভুলিতে পারি?
আরাব তাহারই
শুনা যায় দিকে দিকে অম্বর অবনী
পূর্ণ করে। অশ্রুত সে ধ্বনি
বাজিবে যুগান্ততীরে-তীরে
বিশ্বমানবের মনঃ প্রাণ ঘিরে ঘিরে,
যত দিন
প্রেমের বীর্যেতে নর না হয় স্বাধীন,
ঘুচে যায় দাস-প্রভু ধনী ও নির্ধন
ভেদ অগণন,
মুছে যায় স্বার্থবোধ
কৃত্রিম বিরোধ,
রামরাজ্য না হয় য'দিন—
ধ্যানে রাম— জ্ঞানে রাম— কর্মে রাম— রাম যে নবীন
দূর্বাদল-শ্যামবর্ণ, অবর্ণ, অসীম।

যেই রাম সেই তো রহিম,
সেই সত্য : যাত্রীজন-পথের দিশারি

ধ্রুবতারা। দূর লক্ষ্যে তারই
অনুক্ষণ অন্তরের দৃষ্টি তব বাঁধা;
অজেয় আত্মার বলে সম্মুখীন বাধা
অপসারি, পরবর্তী পদক্ষেপ সাধা
তারই রশ্মিইশারায়। সাধক! ভাবুক!
তারে তুমি নিবেদিলে দেহ তব, মন তব, তব দুঃখ সুখ

লক্ষ নরনারী যার একদিন চলেছিল সাথে
সাথি যদি না'ও থাকে একা যাবে অন্ধকার রাতে
সুদূর প্রভাতে।
পুত্র যদি মিত্র যদি মৃত্যুর আঘাত
হানে তারে, লেশমাত্র তার পদপাত
সরিবে না। ভ্রষ্ট যদি হয় গ্রহতারা,
হৃদে যার অন্তর্যামী সে কেমনে হবে দিশাহারা!
লক্ষ্য যার শান্তি প্রীতি মৈত্রী ও কল্যাণ
দেহ সে যে দিতে পারে হাসিমুখে দান
বিশ্বজিৎহুতাশনে শত শতবার।
বীর্য তার
আত্মত্যাগে, বীর্য তার ক্ষমার হাসিতে।
বিরোধে যেমন বীর্য, বীর্য তার করুণারাশিতে।
জীবনে অটুট বীর্য, মরণে তেমনি
যে ঊর্ধ্বে উন্নীত দ্যুতি-স্তবকিত নক্ষত্রের মণি
জড়ায় সন্নত ভালে।
কী বীর্যে সে বিদায়ের কালে

আপনারে নিবেদিল যুক্তপাণি, 'হে রাম! হে রাম!
আমারে আহুতি লয়ে শান্তি দাও, দাও হে আরাম
মানবের ঘরে ঘরে,
মানবের অন্তরে অন্তরে।
হে রাম! হে রাম!
আমারে লও হে প্রভু! লও প্রভু, আমার প্রণাম।'

কলিকাতা
শ্রীপঞ্চমী। ফাল্গুন ১৩৫৪

মধুবাতা ঋতায়তে

—

মধুবহ সমীরণ, মধু ক্ষরে স্থাবর জঙ্গম।
মধুময় নদনদী, নির্ঝরিণী, সাগরসঙ্গম।
মধু উষা, মধু সন্ধ্যা, মধুবর্ষী রবির আলোক।
মধুময় চন্দ্রতারা, মধু ধূলি। মধুময় হোক
অরণ্যের ফুলফল, বিচিত্র ঋতুর শস্যভার,
গাভীর স্তনেতে দুগ্ধ, অনুরাগ বন্ধুর ভ্রাতার।
কল্যাণকামনা মৈত্রী আত্মার অপরাজেয় বল;
তারই স্পর্শে মধু ধূলি, মধু বায়ু, মধুর সকল।

হিমমৌলী হিমাদ্রির দ্রবস্নেহধারা
জাহ্নবী, যমুনা, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, যারা
এ ভারতে বহিতেছ যুগ যুগান্তর!—
ভেদ করি সহ্যগিরিহৃদয়কন্দর
কাবেরী ও গোদাবরী তরঙ্গের দোলে
অতীতেরে দোলা দিয়ে তরল কল্লোলে
বহিতেছ চিরদূর ভবিষ্যৎ-পানে!—
শতদ্রু, নর্মদা, তাপ্তী, পাষাণে পাষাণে
কর হানি অবশেষে উদ্বেল সিন্ধুর
হৃদয়ে যেতেছ মিশি!— নিকট সুদূর
দেশ কাল তোমাদের স্পর্শের গোচর;
তটে তটে কত জীব-জীবনের স্তর;

উষসী

এসেছে গ্রামের বধূ জল ভরে নিতে,
কৃষকের ক্ষেত্রগুলি তোদেরই অমৃতে
প্রাণ পেয়ে স্বর্ণশস্যে উঠিয়াছে হেসে।
শতকোটি নরনারী কত ভালোবেসে
স্নান করি', পান করি', তোমাদেরই স্রোতে
দেহ দিয়ে গেছে যবে এই কূল হতে
জীবনের অন্য কূলে যাত্রার আদেশ
এসেছে। প্রাণের যজ্ঞে ভস্মমুষ্টিশেষ
মর্তদেহ; মিশে যায় ধরার ধূলিতে,
ভেসে যায় নদীস্রোতে। কুলুকুলুগীতে
কী সান্ত্বনা গান করো, মূঢ় হয়ে শোকে
কিছুই জানি না তার। আঁধারে আলোকে
মধু ক্ষরে, মধুময় ধরণীর ধূলি,
মধুময় অন্তরীক্ষ— সেই মন্ত্র ভুলি।
ধ্বংস হয় হোক দেহ, অনন্তে অমৃতে
দেহী যেন যাত্রা করে, তরল ধ্বনিতে
অপারসমুদ্রগামী স্রোতে গান বাজে
তোমাদের। বধির শ্রবণে শুনি না যে।

হে জাহ্নবী, গোদাবরী, গোমতী, কাবেরী,
ব্রহ্মপুত্র, শোননদ, এই ভারতেরই
দিগন্তবিস্তৃত ক্ষেত্র জনপদ গ্রাম
ধৌত করি', স্নিগ্ধ করি' শুদ্ধ প্রাণারাম,
ফেনপুষ্পাঞ্জলি লয়ে অবশেষে যারা
সুগম্ভীর শঙ্খরবে যাত্রা করো সারা
নীলকান্ত জলধির অতল অকূলে—

মহাত্মার দেহশেষ আজি লও তুলে
তরঙ্গে তরঙ্গে, লহো শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে।

সাবিত্রী ধরণী এই শূন্যে শূন্যে ভ্রমে
সূর্যপরিক্রমাপথে। যুগ-যুগান্তর
দুঃখ পাপ জমে ওঠে। কাতর অন্তর
প্রার্থনা জানায় তার, 'প্রভু! নারায়ণ!'
নারায়ণী এ ধরণী। আসে পুণ্যক্ষণ
নররূপে দেব তাই দেবের বিভূতি
জন্মলভে নরকুলে; আর্তের আকূতি
প্রাণে বাজে; বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনলে
দেহেরে আহুতি দিয়া জানায় সকলে,—
'শোনো মর্তধামবাসী অমৃতসন্তান
মানবেরা, শান্তি প্রীতি নিখিলকল্যাণ-
সাধনাই মুক্তরোধ সত্যের সরণী,
আত্মার সুখের হেতু, এ ধূলিধরণী-
অন্তরে গোপন স্বর্গ।' শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে
শোনে বিশ্ববাসীজন। শূন্যে শূন্যে ভ্রমে
সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি যুগ-যুগান্তর
বিভ্রান্তেরে প্রবোধিয়া, তাপিতঅন্তর
মানবেরে শান্তি দিয়ে।

সবিতৃমণ্ডলে
ধ্রুবে ও সপ্তর্ষিলোকে যে অনল জ্বলে

দীপ্তিময় আনন্দের শত শিখা মেলি,
যে অনলে আত্মরতি আত্মা করে কেলি
মর্তদেশকালপারে, দূরে তাহা ফেলি
নেমে এল ধূলিতলে। সাগ্নিক যতির
হোমকুণ্ডে যে পাবক জ্বলে চিরস্থির,
সুদীর্ঘ জীবন-ভোর দিবসরজনী
অন্তরে রেখেছে জ্বেলে পরমপাবনী
কলুষবারিণী শিখা তারই। যে হুতাশে
দগ্ধ হয় নরনারী এ মর্তআবাসে—
দগ্ধ হয় দেহ মন, দগ্ধ হয় প্রাণ
হিংসাদ্বেষবাসনায়— করুণার দান
অক্লিষ্ট অপাপবিদ্ধ পুণ্যতনুখানি
দিল তারে, নিখিলের দুঃখ পাপ গ্লানি
আপনাতে সংহরিয়া। সে যে মৃত্যুজিৎ,
ভয়হীন।

অবিরল কলস্বরে গীত
গেয়ে গেয়ে আজি ওগো যমুনা, জাহ্নবী,
নর্মদা, কাবেরী, কৃষ্ণা, লয়ে চলো সবই
দুশ্চর তপের শেষ দুর্লভ প্রসাদ
নিরন্তর স্রোতোবেগে, জয়শঙ্খনাদ
ওই যেথা শোনা যায় দূর কূলে কূলে
ধরিত্রীর: পারাবার শত বাহু তুলে
এ দেহ-বিভূতি যাচে। যুগ যুগ ব্যেপে
দেশে দেশান্তরে তারই তরঙ্গবিক্ষেপে

ফিরুক সঞ্চরি। এই পুণ্যবিভূতির
অণুপরমাণুব্যাপ্ত সপ্তসিন্ধুনীর
শান্তিবারিরূপে থাক্ এ ধরণী ধুতে
ফিরে ফিরে। এ দেহের অণুতে অণুতে
হোক পুণ্যময়।

অবিনাশী আত্মা তার
আত্মার বিভূতি : মৈত্রী প্রেম করুণার
অমূর্ত মুরতি। সত্য অহিংসার ধ্রুব
লক্ষ্যে লয়ে চলুক সংসার। হোক শুভ,
হোক শান্তি শুভভ্রষ্ট অশান্ত জগতে।
বর্ষিত হউক মধু নীলাকাশ হতে
মধুক্ষর রবি চন্দ্র তারার আলোকে।
মধু ধূলি। মধু জল। মধু স্থল। শোকে
দুঃখে মধু। সুখে মধু। মধুর সকল।
মৈত্রী মধু। প্রীতি মধু। যেন অন্তস্তল
মানবের ক্ষরে মধু, মধুই কেবল।

কলিকাতা
১৩ ফাল্গুন ১৩৫৪

মানব

ভাষাহারা সামমন্ত্র গান করে সপ্তসিন্ধুনীর
রৌদ্রবাসপরিধানা মূক পৃথিবীর
সুদূরবিস্তৃত কূলে কূলে।

দেশে দেশে যুগে যুগে গর্বিত বিজয়ধ্বজা তুলে
রাজ্যলোভী সম্রাট সৈনিক
বাহিরায় আতঙ্কিত করি দশ দিক
তূরী ভেরী পটহ্ পণবে
উচ্চণ্ড উৎকট কলরবে।
মানবশোণিতস্রোতে মেশে আসি তপ্ত অশ্রুনীর
পতিহীনা পুত্রহীনা আর্ত রমণীর,
কন্যার, ভগ্নীর।

বাণিজ্যের তরী
মৃত্যুনীল সমুদ্র সন্তরি
সুধা বিষ অস্ত্র বস্ত্র কাচ আর মণি
অনর্ঘপুঞ্জিত পণ্য ফেরি করে ফিরেছে যেমনি
বিস্মৃত অতীতে, আজও ধায় দেশে দেশে।
আজন্মবঞ্চিত জনে বঞ্চিয়া নিঃশেষে
ঝলোমলো ঐশ্বর্যের বেশে
সুবর্ণ- পর্যঙ্কে পীঠে নির্মম নিষ্ঠুর
শূন্যতা বিরাজ করে।

দূর অতিদূর
ধ্যান ধারণার তুঙ্গ শিখরে একাকী
বিহরে ভাবুক। কবি মেলি মুগ্ধ আঁখি
রশ্মিমধু পান করে তারকাপ্রসূনে,
সন্ধ্যামেঘে ভেসে যায়। অনাহত কোন্ ধ্বনি শুনে
মর্ত এ ভুবন ত্যজি চরম নির্বাণে
যোগী ধায়। ভক্ত নাহি জানে
এ সংসারে নরনারী কী সুখে কী শোকে
হাসে কাঁদে, চিন্ময় গোলোকে
শতশশীবিজড়িত শ্রীকৃষ্ণচরণ
আদরে হৃদয়ে ধরি প্রেমাবেশে মধুর মরণ
বাঞ্ছা তার দিবসনিশির।

ভাষাহারা মন্ত্র সুগম্ভীর
কূলে কূলে জেগে ওঠে স্তব্ধ ধরণীর
তরঙ্গিত সপ্তসিন্ধুনীরে।
মানবজীবনসিন্ধু সেইমতো তারে ঘিরে ঘিরে
বিস্মৃত অতীত হতে দূর ভবিষ্যতে
ধেয়ে চলে, জন্মমৃত্যুউন্মথিত কলকলস্রোতে
ভাষা নাই তারও ভাষা নাই।
ওরা সর্বসাধারণ, ওরা সর্বাই,
অরণ্যে প্রথম পথ কাটে,
বীজ বোনে আদিগন্ত মাঠে,
স্বর্ণশস্য লয়ে আসে হাটে,
গুর্জরে মগধে মদ্রে কেরলে কর্ণাটে।

মরণাস্ত্রভয়ঙ্কর 'অক্ষয়' তূণীর
অবশেষে শূন্য হয়; বালুঝড়ে মরুপৃথিবীর
গ্রাস করে রথী ও পদাতি;
খণ্ড খণ্ড ধ্বজদণ্ড কুড়াইয়া, ইতিবৃত্তপাঁতি
লিখে রাখে পণ্ডিত মূর্খেরা।

অসংখ্যের দৈন্যদুঃখে ঘেরা
অভ্রংলিহ্ ঐশ্বর্যের প্রাসাদ-ভিত্তির
ইষ্টক রহে না পড়ি; বন্যা নামে, ভূকম্প অধীর
দূর করে ধরণীর দুর্ভর সে পীড়া।

সঙ্গবিরহিত জ্ঞানী মোক্ষকামী ভাবুক কবিরা
দূর স্বর্গে দূর স্বপ্নে নির্নিমেষআঁখি
অহরহ ধ্যান করে, মর্ত এ মায়ের ক্রোড়ে থাকি
ভোলে তারে; অনুক্ষণ তাই অনুদিন
জমে ওঠে অন্ন আর আলোকের ঋণ।

শ্রম করে, মুখে ভাষা নাই,
ওরা সর্বসাধারণ : ওরা সর্বদাই
জীবন উৎপন্ন করে জীবনের পণে,
রক্ষণ পোষণ করে অশনে বসনে,
দেবদ্বিজে ভক্তি করে, মঠে ও মন্দিরে
পূজা দেয়, ত্যাগ করি এই পৃথিবীরে
ঋণ তার না শুধিয়া অন্য কোনো লোকে
যেতে তো চায় না তবু, সুখে আর শোকে

মানব

পরস্পরে বক্ষে বাঁধি করে দিনপাত,
আসে যবে মরণের কৃষ্ণ অমারাত
ঈশ্বরে নির্ভর রাখি দুঃখতাপ ভুলি
ধূলিরে ফিরায়ে দেয় ধূলি।

রক্ততৃষাতুর তীক্ষ্ণ অস্ত্র নাই হাতে,
বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই, দীপ্ত প্রতিভাতে
সৃষ্টির নিগূঢ় তত্ত্ব পড়ে নাই ধরা,
অজস্রপুঞ্জিত বিত্ত চুরির পশরা
ভাণ্ডারেতে ভরা নাই, তবু সসাগরা
ধরিত্রীর সর্বশক্তি সর্ববিত্ত সকল মঙ্গল
সর্ব মহত্ত্বের ওরা ভিত্তি অবিচল—
পৃথ্বীসম ক্ষমাশীল, ধৈর্য আর নির্ভরের বল।
ধূলিশেষ সাম্রাজ্যের নিষ্ফল বিনাশে
ওদেরই সোহাগে শ্রমে বারম্বার হাসে
ফলে শস্যে ধরাতল।
দেব নয়, দৈত্য নয়, ওরা যে কেবল
ধূলির সন্তান, মর্ত মায়ের তনুজ,
নবদূর্বাদলশ্যাম রামের অনুজ
চক্রপাণি হলায়ুধ শাশ্বত মানুষ :
আছে পাপ, আছে তাপ, আছে বিষ কলহ কলুষ—
সকলই পীযূষ পুণ্য সবই শুভ নয়—
নিরন্তর প্রাণস্রোত তবু পুণ্যময়
ধুয়ে দেয় সর্ব ভ্রান্তি শ্রান্তি দুঃখ তাপ ;
ওদের সুন্দর করে, সরল, নিষ্পাপ।

আত্মভোলা ওরা চিরদিন,
ওরা ভাষাহীন।

ওরে তুমি দিলে আজ ভাষা,
হে মহাত্মা, প্রাণে প্রাণে সঞ্চারিলে পুরাণী কী আশা :
সুদূর স্বর্গের তরে নাই তো পিপাসা,
স্বর্গবীজ হবে এই ধূলিতে বপন,
শুদ্ধদেহ শুভমতি সর্বগত সর্বাত্মা যেজন
দেহধারী রামের ভজন
সত্য তাঁর স্বপ্নে জাগরণে
কর্মে ও বচনে ;
মুক্ত সেই, তৃপ্ত সেই, ভয়হারা সেই মৃত্যুহীন।

আপনারে ভুলে যারা ছিল এতদিন
আপনারে চিনিল কি ? জয়জয়রবে
আসমুদ্রহিমাচল মুখরিল আপনারই স্তবে,
বিস্ময়ে গরবে
তোমাতে হেরিল সেই মানবমহিমা
নত হয়ে ছুঁয়েছে যা দ্যুলোকের সীমা।

জ্ঞানী নহ, গুণী নহ, কবি নহ কল্পনাভাবুক;
দিগ্বিজয়ী বীর নও ; মূক মানবের দুঃখ সুখ
আপন অন্তরে টানি তুমি সেবাব্রতী
কায়মনোবাক্য তব সকল শকতি
উৎসৃজিলে সবার সেবায়।

সত্য প্রেম ক্ষেম, ধ্রুব যে তারকা ভায়,
তারই 'পরে নির্নিমেষ দৃষ্টি তব রাখি
অন্যায়ের প্রতিরোধে দাঁড়ালে একাকী
নিরস্ত্র নির্ভীক।
অভিনব আহবের গড়িলে সৈনিক
সেই সর্বসাধারণ মানবেরে লয়ে
দৈন্যে অপমানে ম্লান, স্তব্ধ যারা ভয়ে,
আপনার অদৃষ্টে ধিক্কারি
যুগে যুগে দুঃখ সয়, ব্যর্থ অশ্রুবারি
মুছে ফেলে চক্ষু হতে।

ক্রোধ নাই, হিংসা নাই মনে,
ভয় নাই, আয়ুধ কেমনে
তোমারে করিবে স্পর্শ? সীমা নাই যার
আপনাতে, সর্বগত, কোথা কারাগার
বন্দীকৃত রাখে তারে?
বারে বারে
বৈরীরে করেছ জয় স্মিতহাসি হেসে;
অর্ধনগ্ন ফকিরের সৌম্যশান্ত বেশে
সম্রাটও দেখেছে বুঝি আত্মপ্রতিরূপ
আবরণনির্মুক্ত, অনুপ।

নব মহাভারতের তন্ত্রধার নেতা,
অস্ত্রত্যাগী সেনাপতি, অক্রোধ বিজেতা,
কৃষক শ্রমিক তুমি; সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে
যে আছে প্রতিভূ তারও; সম্রাটের ঘরে

পূজ্য তুমি : উচ্চে নীচে দূরে ও নিকটে
ভেদ নাই। আজ তুমি উদ্ভাসিত ঐতিহ্যের পটে
সর্বমানবের মূর্তি হে মহাত্মা, যারা
নামরূপ-পরিচয়-হারা
নগরে বন্দরে রাজ্যপাটে
স্বপ্নেরে শরীর দেয়, কল্লোলমুখর ঘাটে ঘাটে
তরণী বাহিয়া চলে, দুর্গম অরণ্যে পথ কাটে,
বীজ বোনে আদিগন্ত মাঠে,
স্বর্ণশস্য ভরি দেয় গঞ্জে আর হাটে,
উৎকলে মালবে বঙ্গে পঞ্জাবে স্বরাটে।

তুমি সেই মানবেরই নিষ্কল স্বরূপ
হিংসাদ্বেষভয়হীন, অপূর্ব, অনুপ।
প্রতিহত অধর্মের অন্ধ ক্রোধ কপটতা পাপ
করুণাকোমল হৃদে দেছে দুঃখ তাপ,
অঙ্গে তব হেনেছে আঘাত।
তা ব'লে তো মৃত্যু নাই; সকলের সাথ
ছিলে তুমি, আজ আছ নামরূপ-পরিচয়-ধারা
সর্বমানবের মাঝে করি দিয়া সারা।
হে মানুষ, ভাষা কোথা তোমার স্তুতির,
লহো লহো আনন্দাশ্রুনীর :
তোমাতে দেখিনু আজ অবনম্র মানবমহিমা
ভূলোকপ্রতিষ্ঠ ছোঁয় দ্যুলোকের সীমা।

কলিকাতা
২৩ ফাল্গুন ১৩৫৪

শ্রাবণসন্ধ্যা

—

কজ্জলজলদপটে উদ্ভাসিল চকিত বলাকা—
বিদ্যুৎকঙ্কণআঁকা
করে, কে গো বিরহিণী, ব্যর্থ প্রতীক্ষার থালি হতে
অম্লান মন্দারমাল্য নিক্ষেপিল আর্দ্রবায়ুস্রোতে!
ক্ষণপরে মিলালো কোথায় দিব্যদিবাস্বপ্ন-হেন।

একা এ প্রান্তরপ্রান্তে সমুৎসুক বসে আছি কেন
সম্মুখে নয়ন মেলি : শ্যামল ধান্যের ক্ষেতগুলি
ক্ষণে ক্ষণে বায়ূচ্ছ্বাসে আদিগন্ত ওঠে দুলি দুলি।
কমলকহ্লারশোভা কাকচক্ষু সরসীর জলে।
তীরে সিক্ত তালীবন স্থির শান্ত শিহরণচ্ছলে
কী পুলক প্রকাশিছে। আম-জাম-বেণুবনে ঢাকা
পরিচিত গ্রামগুলি দূরে দূরে চিত্রবৎ আঁকা :
পরিচয়হীন শোভা, যত দূর তদধিক দূরে।

মেঘান্তরিত সূর্যে অবিশ্রুত পুরবীর সুরে
মুদিছে পদ্মিনী দিবা। মুরছায় মূর্ছনা তাহার
বিরহের দীর্ঘশ্বাসে মোর মর্মতলে। যে আমার
প্রিয়, সে কি হোথা নাই ওই দূরে কিম্বা দূরতরে?
সে কি একা রুদ্ধ ঘরে? সে কি একা বিষণ্ণ-প্রান্তরে

সুদূর পশ্চিমে দৃষ্টি মেলি মোরে সন্ধানিছে ? হায়,
দিশাহারা সে সন্ধান দিকে দিকে সীমায় সীমায়
সজল শ্যামলে নীলে কেঁদে ফিরে। কে দেখাবে দিক ?

বিষণ্ণ বিরহী নির্নিমিখ
এ সন্ধ্যায় দূরে দূরে এইমতো মানবহৃদয়
ধ্যায় বসি মাঠে ঘাটে : এইমতো মেঘবাষ্পময়
পশ্চিমগগনতল, এইমতো সাশ্রু পক্ষ্মরেখা,
হায়, এইমতো একা !

বোলপুর
৯ আশ্বিন ১৩৪৪

প্রদীপ

আমি　সন্ধ্যাপ্রদীপশিখা—
স্বষ্টির এই খরতরঙ্গে না জানি কে অনামিকা
সঁপিল কী কৌতুকে।
তখনো রাঙে নি এ চিরপ্রবাহ একটি রশ্মিসুখে,
তখনো জাগে নি কেউ,
তখনো ভাঙে নি উচ্ছল গীতে একটি অধীর ঢেউ,
সূর্য চন্দ্র তারা
সে অনামিকার স্বপ্নগহনে অমূর্ত নামহারা
শুধু ভাবনীহারিকা :
অন্তর হতে বাহিরে এল রে তিমিরে-দীপ্তি-লিখা
প্রথমউদিত আমার মুদিত শিখা।

হেরো　সুচির এ শর্বরী
অম্বরে ভাসে তারার ভাসান ; মানবভুবন ভরি
একই লীলা অনুদিন—
কভু জলোজ্বলো, কভু ছলোছলো, কভু বা কুহেলিলীন,
কভু এ খদ্যোতিকা :
একি ভুল, ভাবি শঙ্কাব্যাকুল, আমার অমৃতশিখা
অকূলে যদি গো নেভে !
কূল কৈ ওগো কূল কৈ, ওগো কে আমারে ব'লে দেবে
উষসী মূর্তিমতী
কোন্ অলক্ষ্য ঘাটের সোপানে চিরপ্রতীক্ষাবতী ?
কবে পৌঁছিবে নন্দিত এ আরতি ?

উষসী

আমি নিশীথপ্রদীপশিখা
কালান্তরিত তিমিরের পটে ধেয়াই গো, অনামিকা,
তোমারই মূর্তিখানি…
সে মধুমুরতি জানি না যে হায়, ধেয়ে যায় শুধু জানি
প্রদীপ অধীর স্রোতে ;
ধেয়ে যায় স্রোত প্রদীপআলোকে ঝলকিয়া কোথা হতে
হীরক মুক্তা মণি—
বিষাদসুখের অশ্রু ও হাসি— আকুল কলধ্বনি—
সঙ্গীতে ভঙ্গীতে
ডুবালো তোমার নাম ও মুরতি : হায় এ বিরহীচিতে
ভীরু আরাধনা জ্বলে ভীরু দীপ্তিতে।

হায় তব শ্রীচরণকূলে
কবে পৌঁছিব হে দেবী, শ্রীকরে লবে এ প্রদীপ তুলে ?
এ চিরতৃষিত আলো
অনিন্দ্য তব আননে ঝরিবে, অঙ্গে সাজিবে ভালো !
বুঝিব কেন এ জ্বালা ?
বুঝিব কেন যে স্রোতে গেঁথে গেছ এই মরীচিকামালা ?
কেন এ বিষাদসুখ
বুঝিব কি দেবী ? বুঝিব কি প্রাণে আলোগানে-উৎসুক
তুমি চিরঅকলুষা
শর্বরীশেষে শিরে পরিয়াছ শুকতারকার ভূষা
সীমন্তদেশে আমায়, অনাদি উষা !

বোলপুর
১১ আশ্বিন ১৩৪৪

মায়াবিনী

মঞ্জীররববউৎসব জাগে
প্রতি পদে রুণু-রিণি-রিণি
অয়ি চঞ্চলপদভঙ্গিনী !
অয়ি কুরঙ্গরঙ্গিণী !
শ্যামল রসাল-শালবনে
চমকিয়া যাও খনে খনে—
স্বপ্নব্যাকুল জাগরণে
মোর মন করে চিনি-চিনি !
অয়ি চঞ্চলপদভঙ্গিনী !
অয়ি কুরঙ্গরঙ্গিণী !

প্রভাতমেঘের স্বর্ণ তুমি গো,
সন্ধ্যামেঘের সিন্দূর !
গিরিনির্ঝরে চূর্ণ আলোক,
নৃত্যভঙ্গী সিন্ধুর !
ওগো কায়াহীনমায়াময়ী,
বনদেবী ধূপছায়াময়ী,
চিরমরীচিকালিখা অয়ি,
সুষমা শিশিরবিন্দুর !
নীলাম্বরের শান্তি, কভু বা
নৃত্যভঙ্গী সিন্ধুর !

অশ্রুহাসির আকুল রঙ্গ—
শারদ আকাশঅঙ্গনে
ক্ষণিক আলোকআসারসঙ্গে
যে লীলা চকিত চমকনে।
তব চঞ্চল চেতনাতে
বিচিত্র সুখে বেদনাতে
যেই মন্দারমালা গাঁথে,
ধূলিলুণ্ঠিত খনে খনে—
ক্ষণিক আলোকআসারসঙ্গে
কী লীলা চকিত চমকনে।

মঞ্জীরহীন চপল চরণে
সুধাসুমধুর রিণি-রিণি
অশ্রুত সুর সদা বাজে, অয়ি
জাগর-স্বপন-সঙ্গিনী!
দাঁড়াও দাঁড়াও ক্ষণতরে,
যেমন করুণ রবিকরে
অরুণসন্ধ্যা অম্বরে—
চিনি বা তোমারে না'ই চিনি
অশ্রুত-সুর-ব্যাকুল হৃদয়ে
দাঁড়াও সুদূরসঙ্গিনী!

অস্তগগনে পরে মিলাবে কি
অকায়-স্বপ্ন-স্বরূপিণী?
বাহুবন্ধন পরিবে পরাবে
প্রণয়পুলকে প্রতিদিনই?

মায়াবিনী

স্বপ্নস্বরূপ যাবে দূরে
ধরা যদি দাও বন্ধুরে—
দু নয়ন -ভরা অশ্রু রে,
চিরসুখদুখসঙ্গিনী
বাহুবন্ধন পরিবে পরাবে
প্রণয়বেদনাবন্দিনী !

বোলপুর
১৭ আশ্বিন ১৩৪৪

অপরিচিতা

হে কিশোরী, হরিণীর মতন চকিত
নবোদ্ভিন্ন যৌবনে সদাই, অলক্ষিত
আনন্দের ইন্দ্রজাল পদে পদে মেলি
নবীন শোভায়, অনায়াসে অবহেলি
পথধারে-ধারে শতদৃষ্টিদীপময়
বিমুগ্ধ আরতি কত বিমুগ্ধ হৃদয়,
ধেয়ে যাও, সদা ধেয়ে যাও
কোন্ লক্ষ্যে ?

রহি বক্ষে, রহি চক্ষে,
দিকে দিকে রহিয়া গোপন, কে বিরহী
তোমারে উতলা করে বেণুস্বরে বহি
অনন্ত বেদনা ?

তাই প্রতি ক্ষণে তব
নবীন বিকাশ, বসন্তের নব নব
পুষ্পপল্লবের যথা ছন্দ গন্ধ রাগ,
শ্রাবণভাদ্রের যথা সাশ্রু দিগ্বিভাগ
কদম্বপুলকময়, নিত্যনিষ্কলুষা
মুক্ত নীলাকাশে যথা আশ্বিনের উষা

শুভ্রকাশে শ্যামধান্যে হিল্লোলে কম্পনে
আলোকে শিশিরে অপরূপ !

কী স্বপনে
সৃজিল বিধাতা তনু তব তনু ?

সে স্বপ্নে কি
ধায় মন্দাকিনীধারা, সুধাঙ্কন লেখি
শিবের জটায় বঙ্কিম চন্দ্রমা হাসে,
নন্দনের মন্দার বিকশে, পক্ষ্মপাশে
ইন্দ্রাণীর দুর্লভ কী ক্ষণে অশ্রু জাগে
হাসির দুর্লভ সুখে, চিরঅনুরাগে
ক্ষীরোদনলিনী বক্ষে ধরে কমলার
ভাস্বর চরণ ?

তাই তব নাই ভার
হে সুন্দরী ! স্বপ্নের কি ভার রহে কভু ?
কায়া আছে এই তো বিস্ময়, পথে তবু
চরণের চিহ্ন আছে তুমি চ'লে গেলে !

মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে
দিবাঅবসানে কভু প্রান্তরের পার
হেরিনু সন্ধ্যার শোভা ! ক্লান্তঅশ্রুধার
পশ্চিমদিগ্বধূ ! শৈলশ্রেণী, মেঘমালা,
দিগন্তবনানী, সুস্নিগ্ধকজ্জল-ঢালা
একখানি ছবি । তাহারই নিকষপটে

উষসী

একটি কনকরশ্মি দেখা যায় বটে
অন্তর্হিত তপনের : নিঃশব্দ সুদূর
হোথায় বসিয়া আছে !

শিশিরবিন্দুর
শোভায় ব্যাকুল পর্ণ, পদ্মসরোবরে
পুষ্পগুলি বিকশিত শুভ্র থরে থরে,
শুভ্র হংস, শুভ্র মেঘ নীলশূন্য-'পরে :
সেই প্রভাতের মর্মে সুদূর কী সুর
অলক্ষিত বীণায় রণিছে !

সে সুদূর
বসিয়া কি নাই তোমার মর্মের মাঝে
তোমার যৌবনকুঞ্জে যেথায় বিরাজে
কত মুকুলিত স্বপ্ন আশা ভাষা সুখ—
বর্ণে গন্ধে আলোতে ছায়াতে সমুৎসুক
মায়ার গাঁথনি !

তাই তো যে ডাক শুনি
গোধূলিদিগন্তে, যে আহ্বানে গুন্‌গুনি
গেয়ে ওঠে প্রভাতের উজ্জ্বল নীলিমা,
মনে ভাবি তোমাতেই পেল বুঝি সীমা
সে আহ্বান, সেই সুর।

সত্য নয় এ কি ?···
মুগ্ধ যার কজ্জলকোমল লেখা দেখি

দূর নাই সে সুদূরে— আছে লোকালয়,
পথ ঘাট পণ্যবীথি, কোলাহলময়
কুটীর প্রাসাদ, মানবের দুঃখশোক।
সুর নাই— প্রভাতের সুস্নিগ্ধ আলোক
মধ্যাহ্নের রৌদ্রদাহে যবে যায় জ্বলি
নিষ্ঠুর নিয়তি মিথ্যা ছলনায় ছলি
বিসর্জিয়া যায় অবশেষে ধূলিময়
শূন্য অবসাদে।

ও কি শুধু হাসি নয়,
স্বপ্ন নয়, সুখ নয়? তোমার মাঝারে
বাসনা বেদনা ভ্রান্তি, জ্যোতির কিনারে
অমানিশা, হাসির কিনারে অশ্রু! হায়,
নিকটের পরশনে দূর সে কোথায়
অস্পর্শ উদাস!

হায়, যারে আমি খুঁজি
অনুদিন অনুক্ষণ রূপে রূপে বুঝি
চঞ্চলিত শোভায় শোভায়, তুমিও যে
তারে খোঁজো! তুমিও জানো না কোন্ ব্রজে
কোন্ বেণুস্বনে যমুনা উজান বয়।

সত্য নয়
দূরস্বপ্নে বিরচিত এ মূর্তি তোমার
হে সুন্দরী! সত্য নয় অঙ্গনসীমার
বন্দিনী যে তব রূপ, প্রতিদিন

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখে সুখে শঙ্কায় যা ক্ষীণ
পরিম্লান। সেও সত্য নয়।
শুধাই তোমারে সবিস্ময় :
কে গো তুমি, কী তোমার সত্য পরিচয়!

বোলপুর
১৮ আশ্বিন ১৩৪৪

দিবাস্বপ্ন

হেরিনু জাগর-স্বপ্নে গোধূলিবেলায় :
আমি সে বালক শিশু অহেতু খেলায়
অহেতু রোদনহাস্য-স্রোতে যায় ভাসি
যাহার মুহূর্ত পল, উৎসুক উল্লাসী
দিবা আর বিভাবরী ; নিরন্ত বিস্ময়
যার চক্ষে স্থলজল, দশদিক্‌ময়
শ্যামলসুনীলসুধা ; জননীসোহাগ
জনকের স্নেহ যার অরুণিম রাগ
মানসআকাশে : আমি সে কিশোর কবি
আনন্দ-আবেগে-ভোলা, শত স্বপ্নছবি
শত ভুবনের বিরচিয়া লীলা যার
নিত্যনব বর্ণে বর্ণে, শারদসন্ধ্যার
মেঘে মেঘে মায়া যেন ; যার প্রতীতিতে
সৌন্দর্যে কল্যাণে প্রেমে অন্তহীন গীতে
ছন্দোময় গতিময় নিখিল জীবন—
অপ্রেম অনৃত নাই— যেন এ ভুবন
অকূল তমিস্র হতে আলোককমল
বিকশিয়া বিহসিয়া যত দীপ্তিদল
স্বর্ণবর্ণ সুগন্ধি কেঁশর যত তার
সব দিয়ে ঘেরিল এ জীবন আমার,
ঘেরিল আমায় : আমি কি রে মর্মমধু
তার ? আমি কি ভ্রমর, স্বেচ্ছাবন্দী বঁধু ?

ক্ষান্তবৃষ্টি প্রশান্ত সন্ধ্যায়
শব্দহীন পাদচারে যবে নেমে যায়,
অস্তসমুদ্রের নীরে যাত্রী মুহূর্তেরা,
সহসা সরিয়া গেল এ জীবন-ঘেরা
মায়াযবনিকা : সেথা আর ধূলি নাই,
দৈন্য অবসাদ নাই, সেথায় সদাই
সত্য-শিব-সুন্দরের নাই পরাজয় ;
যেন মনে হয়,
আমি আর আমার ভুবন দু'ই দোলে
চিরস্নেহময়ী কোন্ জননীর কোলে
অসীম নির্ভরে।…

স্বপ্ন না এ জাগরণ ?
সেই ক্ষুধা, সেই ক্ষোভ, ধূলিআবরণ
পুন হেরি অবসন্ন বিষণ্ণ জীবনে।
সুখ নাই শব্দ গেঁথে, স্বপনে স্বপনে
ছিন্ন পক্ষ আছাড়িয়া : রবিরশ্মি-আঁকা
বুঝি মেঘ, বুঝি বা ও পিঞ্জরশলাকা !

স্বপ্ন কিবা, জাগরণ কিবা !
শেষ হল দিবা।
একবিন্দু দিব্য অশ্রুজল
ছিন্নমেঘে সন্ধ্যাতারা করে ঝল্‌মল্।

বোলপুর
১৯ আশ্বিন ১৩৪৪

হেমন্তে

হেরো আজি পথের দু ধারেতে
হেমন্তের ঐ হিমেল পরশ লেগেছে ধানক্ষেতে,
আশ্বিনেরই শ্যামল শোভা হেমায়মান তাই।
'সময় নাই রে, সময় নাই রে' কেবল শুনতে পাই
কুহেলিম্লান দিগ্‌বধূদের করুণ নেত্রপাতে,
করুণ আলোয় করুণ ছায়ায় মায়ায় আব্‌ছায়াতে—
সময় নাই রে নাই!

শরৎলক্ষ্মী মিলিয়ে গেলেন কোন্ গগনের পার
হংসশুভ্র অভ্র-ভেলায় খবর পাই নে তার।
শরৎপ্রাতের শিশিরবিন্দু আলোয় বিচঞ্চল
ঊর্ধ্বশির ঐ হিমঝুরিদের কুসুম কি তাই বল্—
তুষারকান্তি, নিটোল, কঠিন, ক্ষান্ত পতনপথে!
শির্‌শিরানি জাগল হাওয়ায়, হিমগিরিশির হতে
বৈরাগী কী মন্ত্র দিল পড়ি!
একটি দুটি ঝরি
শিউলিবনের কুসুমবন্ধু কয় যে 'সময় নাই'!
সোনাঝুরির করুণ কণ্ঠে 'বিদায় দেহো ভাই'!

উষসী

সরোজশূন্য দীঘির একটি ধারে
রৌদ্রকরুণ বেলায় বিজন বকের পরিবারে
কয় 'সে সময় কোথা' !
হেমন্তিকা ঐ এল রে মলিন মৌনব্রতা !
শস্যভারে সবুজসুধার অধীর আন্দোলন
বিস্মরিল আজ ভরা ক্ষেত, হাওয়ায় খনেক্ষণ
দিগ্‌দিগন্তে মর্মরিয়া মর্মরিয়া কয়
'মরণ পূর্ণ ক'রে মোদের লও হে সমুদয়,
ল ও   ল ও   লও হে জীবনময়' !

বোলপুর
১২ কার্তিক ১৩৪৪

এই কবিতায় সম্ভবপর ক্ষেত্রে স্বরান্ত উচ্চারণ বর্জনীয়। কাজেই : তুষার্‌কান্তি। হিম্‌গিরি-শির্। পতন্‌পথে ইত্যাদি

পথিক

শিয়রে সুদূর সুনীল আকাশ থাকুক, নিম্নে ধরা—
এ ধুলার পথে যাই আর দেখি এ ধুলায় ঘর গড়া।
বড়ো ভালো লাগে তাই ;
এই পথ দিয়ে নিশিদিন হেন চলে যেতে শুধু চাই—
গায়ে লাগে ধূলি, বুকে লাগে বায়ু, দিগন্তে হাতছানি।
আল-পথ বলে 'হে বন্ধু এসো' ; শুনি সে সুহৃদ্‌বাণী
নতমঞ্জরী ক্ষেতের শিশিরে আঁচল ভিজায়ে ফেলি।
হাট পার হই, মাঠ পার হই ; ছায়াআতিথ্য মেলি
যেথায় প্রাচীন বট
[রৌদ্রে নাচুক মরীচিকালিখা বিমোহিয়া দিক্‌পট]
বনবিহঙ্গে ডাকিছে পাটল ফলের মহোৎসবে,
পথিকের মন আলোয় ছায়ায় মৌনে কাকলিরবে—
ঠেস দিয়ে বসি ঝুরি।
সরিষাক্ষেতের উচ্চহাস্যে শেষ আলো বিচ্ছুরি
রক্তিম রবি বেণুবনপারে যখন অস্তপাটে,
অচেনা নদীর ঘাটে
পৌঁছিয়া হেরি খেয়ার ঠিকানা নাই ;
উদ্দেশে হাঁকি 'পার করে দাও, পার করে দাও ভাই' ;

শান্ত নিথর জলে
ছপ্ ছপ্ ছপ্ দাঁড় ফেলে যবে নিসঙ্গ খেয়া চলে
দূর হতে দেখি : ভালো,
আম জাম বেত বেণুর আঁধারে একটি দীপের আলো
দীর্ঘ লেখায় কাঁপিয়া কাঁপিয়া ঝিকিয়া উঠিছে স্রোতে
কোন্ কুটিরের হতে !—
হোথায় ঘা দিলে বিদেশী পথিক লভিবে রাতের বাসা ?
ঘুমায়ে পড়িবে ঝিল্লির রবে সকল-শ্রান্তি-নাশা
সুখঅচেতন ঘুমে ?

চিরদিন শুধু এ চিরপথের ধূলিমুঠি চুমে চুমে
এ খ্যাপা বাউল ফিরে।
নিম্নে থাকুক এ ধরণী তব, সুনীল শূন্য শিরে,
আর কিছু নাহি চাই—
তোমারে ঘেরিয়া ঘেরিয়া হে প্রিয় গান গেয়ে গেয়ে যাই,
বলি নে তো তব নাম।
তৃণ আর ফুল, তপন ও তারা, তাদেরই অবিশ্রাম
স্তুতিগীত গাই— প্রিয়ার, শিশুর লাগিয়া যে সুখ দুখ
তারও গাই গান, প্রাণের, প্রেমের, স্নেহের তৃষা ও ভুখ—
আলোছায়া আর ঝরা পাতা দলি বনপথ দিয়ে যেতে,
ঝিঙেফুল-ফোটা কুটীরকিনারে, মটরশুটির ক্ষেতে,
ক্ষণিক আঁচল পেতে
এক বেলাকার পরিচয়-'পরে।

তুমি শুনে বুঝি হাসো ?
বঞ্চক বঁধু, বঞ্চনা মোর তুমি তাই ভালোবাসো।

আকাশ উপুড় করিয়া ঢালো হে আমার পথের 'পরে
উষাসন্ধ্যার উজল স্বর্ণ অরুণিম রবিকরে,
স্বপ্নের সুধারাশি
বিরহজাগর কোজাগর রাতে—
আমি তাই ভালোবাসি।

বোলপুর
১৩ কার্তিক ১৩৪৪

পথ

অলক্ষ্যের কী কৌতুক ! হেরি তাই সুন্দর জগতে
অতর্কিত শোভাচয় চমক লাগায় পথে পথে,
নিরুদ্দেশে হই যবে ঘরের বাহির কোনো কালে।
পশ্চাতের স্মৃতি আর সম্মুখের আশাস্বপ্নজালে
বাঁধা না পড়িয়া মন, লভে যেন বিহঙ্গের পাখা,
ধায় নীলাম্বরে যেথা শ্যামলে সোনার বর্ণে আঁকা—
বন্দর নগর তীর্থ ; স্তরে স্তরে বন উপবন ;
প্রদীপ্ত পলাশবীথি ; অবাধ প্রান্তরে ধেনুগণ ;
নদীকূলে সূর্যোদয় ; রৌদ্রঢালা সর্ষপের ক্ষেত ;
দেবদ্বারে শান্ত সন্ধ্যা ; চিরদূর দিগন্তসংকেত—
আম-জাম-শাল-তাল-তমাল-নিবিড়, শ্যামশোভা-
সমুজ্জ্বল কভু, আবীরসম্পৃক্ত কভু, কখনো বা
সাশ্রু চোখে নীলাঞ্জনরেখা যেন।

মনে হয় যদি—

এ নিবিড় ছায়া, এ সুন্দর আলো, এই নিরবধি-
উৎসারিত উৎসবারি ঘট ভরি যায় যেথা ধীরে
নিকষপাষাণমূর্তি বনের সুন্দরী, গিরিশিরে
বৃষ্টিভরা ওই মেঘ থমকিত এ জীবন ঘিরে,
থেমে যেত পথিকচরণ, থেমে যেত চিরতৃষা
চিরানুসন্ধান।

হায়, থামে না, থামে না দিবানিশা ;
কোনোদিন কোনো ঠাঁই কেমনে বা থামিবে পথিক ?
গৃহহীন পথ তারে নিরন্তর দেখাইবে দিক
নীলশূন্যপ্রান্ত হতে নীলশূন্য-পানে।

হেথা এনু
এই তো প্রথম হায়, এই শেষ। অলক্ষিত বেণু
বাজিছে উদাস সুরে : রহে না রহে না কোনোজন,
কিছুই রহে না বিশ্বে। হে প্রবাসী, হে পথিক, শোন্,
নীড় পেয়েছিলি তুই কবে কোন্ গেহে,
কোন্ জনকের কোন্ জননীর স্নেহে,
কোন্ শোভা-মাঝে, কোন্ ভুজবদ্ধ প্রিয়া
মিলায় নি মরীচিকামায়া ঝলকিয়া !

বোলপুর
২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

এ জীবন

—

জানি দুর্লভ ধন
নয়নে না মিলিতে মিলিতে মিলায় স্বপন।
জানি জীবনের বেলা
আলোকখচিত ক্ষণকাল আঁধারেই মেলা।
জানি ভুল সন্ধানে
ভুবনে ভুবনে আনাগোনা, গতি নাই প্রাণে।
জানি তাই মোর ডাকে
সাড়া কেউ জীবনে মরণে দিবে না আমাকে।

জানি! তবু দুই বেলা
পথে পথে একাকী খেলিব দুজনের খেলা।

রাধাকুণ্ড
৪ আষাঢ় ১৩৩৮

১

প্রতীক্ষা

চিরপ্রবাহের কূলে বাঁধা ঘাটে
চিরঅনাগত লাগিয়া
চিরকাল রহি জাগিয়া

পথিকজনেরে ভালোবাসি আমি,
প্রতিটি চরণপতনে
নূপুরের মতো বাজে যে হৃদয়
অনুনয়-ভরা যতনে।
খেয়ানৌকায় পারাপার করে
যত মুখ তত হাসি গো,
কূলে বসি একা মৃদু গাহি গান
'ভালোবাসি ভালোবাসি গো'।

প্রভাতের রবি প্রদোষে মুদিল,
তিমিরে ব্যাপিল ধরণী—
কে যেন তারকাখচিত গগনে
মেলিল জ্যোতির সরণী।
পথেতে পথিক নাই কোনোজন,
সবে গেল পার-ভবনে—
অতীতের শুধু শত নিশ্বাস
ফিরিছে উদাস পবনে।

উষসী

চিরপ্রবাহের কূলে বাঁধা ঘাটে
চিরঅনাগত-তিয়াষে
চিরনিশা রহি জাগিয়া
মুগ্ধ মনের মোহ নাহি কাটে,
নয়নের নিদ গিয়া সে
স্বপ্ন রহিল জাগিয়া।

বালিগঞ্জ
৩ পৌষ ১৩৩৪

শেফালি

সন্ধ্যাতারা আঁখি মেলে, স্নিগ্ধ অন্ধকার
ক্লান্ত ভুবনের অঙ্গে করে পরশন।
বিবশ বকুলগুলি টুটে বারম্বার,
অন্ধকার ভরি গন্ধ করে বরষন।

ঝিল্লিমুখরিত বনে পল্লবের ঘটা,
নাহি হেরি অন্তরীক্ষে তারকার মালা।
তপস্বী অশ্বত্থবট মেলিয়াছে জটা,
পুঞ্জ পুঞ্জ খদ্যোতিকা বন করে আলা।

নির্জন বনের পথে সহসা পথিক
দাঁড়ায় বনান্তে এসে মধুগন্ধে ভুলি—
অন্ধকারে কে ফুটিল? কোথা? কোন্ দিক?
কোরকে প্রকাশ হল কোন্ পুষ্পগুলি?

পল্লবে জাগিয়া হেরে তারকার হাসি।
সারারাত্রি জপ করে 'আলো ভালোবাসি'।

উষসী

তারাগুলি একে একে মিলায় অম্বরে,
পুষ্পগুলি একে একে চাহে মুখ তুলি।
মর্মরে বনের মর্ম মৃদুবায়ুভরে—
শিশিরে আচ্ছন্ন তৃণ, তৃণাচ্ছন্ন ধূলি।

বনান্তে শেফালিগুলি তরু হতে খসি
রজনীর-অশ্রু-সিক্ত লুটে একে একে,
শরমের রাঙা বৃন্তে পুলকে বিহসি
দূর্বাশ্যাম ভূমিতল দিতে চায় ঢেকে।

সজল শ্যামল ধান্য বিস্তৃত সম্মুখে
অনুদ্বেল সিন্ধু, তার অবধি কে জানে।
উদিল উষসী শান্ত সমুদ্রের বুকে,
শেফালিবিকীর্ণ কূলে কিরণ প্রদানে।

বিছাইল শেফালির মৃত্যু থরে থরে
প্রেমাস্পদ আলোকের পদক্ষেপ-তরে।

বৈদ্যপুর
৬ আশ্বিন ১৩৩২

অনির্বচনীয়

—

নারিকেলকুঞ্জে আজি উজ্জ্বল প্রসন্ন রবিকরে
ঝিকিয়া সুবর্ণ স্বপ্ন শ্যামবর্ণ প্রতি পর্ণ-'পরে
বিশ্রব্ধ এ মধ্যাহ্নের প্রতি ক্ষণে কহে কত কথা
ইঙ্গিতে আভাসে হাস্যে ; জাগায় অপূর্ব অধীরতা
সুনীলদিগন্তশায়ী শ্যামশোভা বনে উপবনে,
অসীমরহস্যশায়ী মানবের মুগ্ধ মনে মনে
উচ্চকিত। আকাশের অন্তহীন নীলিমায় লীন
যে আলোক শান্ত নিরাধার, সেই আলো সারা দিন
প্রতি তরঙ্গের 'পরে, পল্লবের স্তরে, ঘাসে ঘাসে
ক্ষণমুক্তাকণিকায়, চোখে চোখে অহেতু উদ্ভাসে,
অধীর আগ্রহভরে বিচ্ছুরিত, সানন্দ, সুস্মিত,
অবিরাম আশায় শঙ্কায় যেন দোলায়িতচিত,
বেপমান, বিধুর, বিরহী। অসীমে সীমায় মিলে
এ কী চমৎকার লীলা চিরন্তন! রূপের নিখিলে
অরূপের অনিন্দিত হাসির আভাস অবতরি
এ কী সীমাহীন সুখ, সীমাহীন ব্যথা! মরি মরি,
শিশিরের বিন্দুতে বিন্দুতে বিরহের অশ্রুরাজি,
মল্লিকামালতীগন্ধে মিলনের আশাটুকু আজি
ফেলে মৃদুমন্দ শ্বাস ; মুকুলিত পত্রের কাঁপনে
কত যুগ-যুগান্ত-কাহিনী চমকিছে বনে বনে
স্বপ্নময়ী স্মৃতি ; তরঙ্গের উত্থানপতনে নদী
কী আকুল আলিঙ্গন উদ্দেশে বিলায় নিরবধি

সেই প্রিয়জন লাগি যাহার আশ্চর্য নামখানি
চিরযুগযুগান্তর সর্বথা বলিতে হার মানি
অতিদূর রজনীর তারায় তারায় ছলোছলো
চেয়ে রয় মৌনের বেদনে।

বলো কবি, বলো বলো,
আভাসের ভাষা দিয়ে, অপরূপ ছন্দের বাঁধনে,
যেই সুগভীর সুখ, সুগহন ব্যথা, মনে মনে
এক আশা, এক অনুভব, অসীম-বিরহ-ভরা
অসীম মিলন একখানি পুষিছে সুন্দরী ধরা,
তারে তুমি কেমনে ধরিবে!

কমল বিকশি উঠে
সরসে সরসে ফুল্লশোভা; পথের দু ধারে ফুটে'
তৃণে তৃণে সুনীল কুসুম, পথিকের সঙ্গ মাগে,
দক্ষিণসমীরে তাই দলে দলে অধীরতা জাগে;
সারা বেলা তরুতলে আলোকছায়ালী শত শত
মুগ্ধ শিশু শব্দহীন করতালি দেয় অবিরত
লীলায় মাতিয়া; দিনান্তরঞ্জিত মেঘ ধীরে ধীরে
বর্ণময় স্বপ্ন-সম ভাসে নীলনভে, নদীনীরে
অস্থির স্বপ্নের শোভা অধীর তরঙ্গ-হৃদে দোলে।
পিক পাপিয়ার কণ্ঠ সুনিবিড় কাননের কোলে
পঞ্চমে বাজিয়া উঠে; সুপ্তোত্থিত প্রভঞ্জন-ঘাতে
আন্দোলি সহস্র শাখা অরণ্যানী কী উৎসবে মাতে,
উন্মত্তমর্মররবে চিরচারণের জয়ধ্বনি
প্রান্ত হতে প্রান্তে জাগে; আষাঢ়ে বা শ্রাবণে যখনই

অনির্বচনীয়

সজল জলদপুঞ্জ গাঢ় নীল ছায়া সঞ্চারিয়া
দিবসেরে ঢেকে ফেলে, অন্ধ দিক চিরিয়া চিরিয়া
চমকে বিদ্যুৎ, মেঘমন্দ্রে গভীর গম্ভীর
তৃণরোমাঞ্চিত ধরা ; তমোঘোর বর্ষারজনীর
অদৃশ্য প্রহরগুলি রিমিঝিমি বারিবিন্দুপাতে
বিশ্বব্যাপী সুপ্তির শিয়রে বসি এক বেদনাতে
এক তানে বীণা বাজাইয়া চলে ; কভু বা ভ্রমর
উষাকালে মুদ্রিত কমলে জাগি মৃদুগুঞ্জস্বর
আলাপন করে মুগ্ধমতি ; ঝিল্লিঝঙ্কারিত স্রোতে
স্বপন প্রবাহি যায় সন্ধ্যা হতে ; তন্দ্রিত জগতে
কান পেতে শোনা যায় পুষ্পদলে শিশিরপতন,
তড়াগের প্রান্তে এসে চন্দ্রকর নাথের মতন
কুমুদকুসুমে চুমে, আকাশের অন্তহীন নীলে
অতিমৃদু নূপুরের রবে তারায় তারায় মিলে
অরূপের অভিসারে চলিয়াছে চিররাত্রি জাগি।

হায় রে চারণ কবি, কোন্ ভাব-প্রকাশের লাগি
চিরউদাসীর মতো পথে পথে ফেরো ? অবিরত
প্রাণ তব ছুটে ছুটে বাহিরায় পাগলের মতো
প্রতি বর্ণ গন্ধ গান প্রাণের পিছনে ! ফুলে ফুলে
ডুবিয়া মেলে না তল ; সমীরে সমীরে সদা দুলে ;
আকাশের কূলে কূলে হিরণকিরণে মিলে মিশে
দিশাহারা হয় ! জন্মে জন্মে কী ধনের সন্ধানী সে
আজিও বোঝে না এত বর্ণ, এত রূপ, এত ছবি,
এতই ইঙ্গিত, এত গন্ধগান, গ্রহ তারা রবি

উষসী

নটবালকের মতো ছন্দে ধায় আনন্দিতচিতে
ঘননীল শূন্য ব্যেপে অনন্তেরে পরিক্রমা দিতে—
নিখিলের এ বিচিত্র লীলা দিবে না কবির মুখে
কেবল একটি বাণী! জীবনের শত দুঃখসুখে
গুমরিবে পঞ্জরে পঞ্জরে কেবল একটি আশা!

হায় অনাহত স্বর, ধ্বনি নাই, নাই তব ভাষা।
হায় সুগহন তুমি স্বপ্ন নও, নও তুমি মিছে,
দূর নও, পর নও; মর্মে মর্মে প্রত্যয় জাগিছে
প্রতি পলে প্রকাশিছ তুমি প্রতি দুঃখ, প্রতি সুখ,
প্রতি রূপ, প্রতি ভাব; প্রতি হৃদি অধীর উৎসুক
হৃদয়ে ধরিয়া তোমা শূন্যে শূন্যে বৃথাই কি ঢুঁড়ে!

শ্যামবর্ণ দলে দলে নারিকেলনিকুঞ্জে অদূরে
ঝিকিমিকি ঝিকিঝিকি রবির কিরণে সারা বেলা
ইঙ্গিত আভাস হাসি সারা দিন করিতেছে খেলা।

বৈদ্যপুর
২৯ আষাঢ় ১৩৩৪

ঘুঘু

হে পোড়ো ভিটার কবি,
তোমার কূজন-বিবশ ভুবন ধরে কী স্বপ্নছবি
আমার মুগ্ধ চোখে।
প্রভাতের এ আলোকে
ধূসর সরণী, তৃণের বিথার, কদম্ব কলাঝাড়,
কুহেলিকুণ্ঠ দূর বনলেখা সোনালি ক্ষেতের পার,
এ ধারে সাধের উপবনে কার স্বর্ণঝুরির শোভা,
মহানিমতলে আলোকছায়ালী, ক্বচিৎ পবনে বোবা
ডালে ডালে মর্মর—
দূর স্মৃতি মনে জাগায়, কাহার উদাস পক্ষ-'পর
কোথা উড়ে যায় সুচির দুরাশা : হায় রে, শঙ্খচিল
নীলের সঙ্গে মিলিয়া গেল কি ? মায়াময় নভোনীল !

ঘুঘু— ঘূ— ঘূ—
যত দূর চাই শুধু
সুদূরপ্রসার দিনমরুভূমি সম্মুখে করে ধুধু।
কতটুকু ছায়া কুটীরকানাচে, তরুর তলায় আহা !
ক্ষণসুন্দর শিশিরবিন্দু ! চৌদিকে নাচে যাহা
নহে ও গঙ্গা, নহে ও যমুনা, নয় রে মন্দাকিনী,
ও কেবল মায়াবিনী

উষসী

অবোধ মৃগের নয়নলোভন দূর মৃগতৃষ্ণিকা—
সলিল নহে রে, শিখা!

জীবনে জীবনে পূরিল যাহার নিঠুর ভাগ্যলিখা,
চিতার উপরে তুলিয়া দিল যে সুন্দরী প্রেয়সীরে,
শবাসন করি হয়তো বসিল নিশীথশ্মশানতীরে,
সে'ই এই কবি, সে'ই বিহঙ্গ, উদাস কূজনস্বরে
বিছায়ে দিতেছে কী গীত আলোকপূর্ণ নীলাম্বরে—
সুখ নয়, দুখ নয়,
অনুরাগ নয়, বিরাগ নয় রে, বুঝি বা জীবনময়
দিগম্বরের উদ্দেশে বন্দনা
মুক্তি অবন্ধনা
যাঁহার ঘরনী, যিনি শিব, যাঁর নৃত্যের পদপাত
সৃজনপ্রলয় সুখদুখ দিনরাত।

বোলপুর
১৪ কার্তিক ১৩৪৪

ছাদ

আমি ছাদ
উষায় সন্ধ্যায় লভি আলোকপ্রসাদ
ঊর্ধ্ব হতে।
শ্রাবণের ধারা ঝরে নির্বারিত স্রোতে
বক্ষে মোর;
দিকে দিকে নীলোৎসুক শ্যামঘনঘোর
বৃক্ষচূড়া;
ঋতুতে ঋতুতে নীপ-চম্পকের গুঁড়া
উড়ে পড়ে;
ছায়া বুলাইয়া যায় লঘু পক্ষভরে
শুভ্র মেঘ,
কভু বা কপোতপংক্তি বিদ্যুদ্‌দ্রুতবেগ;
কভু শুক
কভু শালিকের কণ্ঠে কলগীতোৎসুক

কভু দীপ্ত দিবা; কভু সুধাশুভ্রভাল
পৌর্ণমাসী
নীলাম্বরে অবতীর্ণ, স্বপ্ন রাশি রাশি,
গানে গানে
পাপিয়া নিখিল প্লাবে— উচ্ছ্বসিত প্রাণে
কী আহ্লাদ।

আমি ছাদ, আমি মুক্ত ছাদ।
কী সম্বাদ
আলিসার কোলে স্নেহচ্ছায়ায় আবরি
গান করি
শুনাব তোমারে, অশ্রুত গুঞ্জনগীতি,
হে অতিথি ?

এ পালোক
অগমআকাশভ্রষ্ট, যত ক্ষুদ্র হোক,
নীল-সোনা
রাত্রিদিবাস্বাক্ষরিত, কভু ভুলিব না
শূন্যে ঘুরে
যে ক্ষণে স্পর্শিল প্রাণ প্রাণস্পর্শী সুরে।
এই ধূলি,
কোণে কোণে জমিয়াছে যে জঞ্জালগুলি,
ধূলি নয়,
আবর্জনা নহে বন্ধু : চিরানন্দময়
বালকের
পদধূলি কত ; উষাসন্ধ্যাআলোকের
পিয়াসিনি
বধূর অলক্তরাগ, লজ্জিত কিঙ্কিণী-
কণোকণো,
হর্ষশোকস্মৃতি যার চিহ্ন নাই কোনো।

বংশধারা
নিম্নে কত বহি যায়, নিরুদ্দেশে হারা

অবশেষে।
অঙ্গনের কলধ্বনি আসে কভু ভেসে ;
কক্ষে কক্ষে
বিচিত্র জীবনপট খুলিল অলক্ষ্যে।
সচকিতে
জাগি, যবে শব্দ উঠে সোপানপংক্তিতে
ঘুরে ঘুরে ;
দ্বার খুলে হৃদে আসে হৃদয়বন্ধুরে,
পদতলে
যদিও না হেরে তারা, দূরকৌতূহলে
দূরে চায়—
যেথা নীল গিরিগাত্রে শ্যামে মূরছায়
বনভূমি,
ময়ূরাক্ষী প্রবাহিত বালুবেলা চুমি
কলস্রোতে,
পালের তরণী পশে দূর বাঁক হতে,
ঘাটে ভিড়ে
গ্রামনগরের যাত্রী, অন্তর্হিত ধীরে
শালবনে,
গেরুয়া সরণী বাহি কোথা কোন্ ক্ষণে
পৌঁছে শেষ।

আসে তারা সিক্তপদে সিক্ত কালো কেশ
রৌদ্রে মেলি ;
অধীর দক্ষিণবায়ু অঞ্চলেতে কেলি
করে সুখে।

বর্গীর হাঙ্গামা যেন বালকেরা ঢুকে
দ্রুতগতি।
মুখোমুখি স্থির যবে নবীন দম্পতি
বাক্যহীন—
ইন্দুতারা সম্মিলিত হৃদাকাশে লীন,
শূন্যে নাই।

নিত্য কত সুখ কত দুঃখ আসে ভাই,
বুকে মোর।
ক্ষণপরে আর নাই, অবরুদ্ধ দোর,
রুদ্ধ দিঠি।
শীতশর্বরীতে শুধু জ্বলে মিটিমিটি
দীপখানি;
আকাশপ্রদীপ দিল গৃহলক্ষ্মী আনি
সন্ধ্যা হ'লে—
সুপ্ত গৃহ, মূক ছাদ, অর্পিব কী ব'লে
ভক্তি প্রীতি?
ঊর্ধ্বশিখা আলোকের এই ভীরু গীতি,
ভীরু সাধ।
আমি ছাদ, মূক ছাদ, আমি মুক্ত ছাদ।

শান্তিনিকেতন
১৫ কার্তিক ১৩৪৪

বাতায়ন

—

'আমি তব গৃহবাতায়ন,
উন্মুক্ত দ্বিতলকক্ষে সমস্ত ভুবন
আনিয়া মিলাতে বড়ো সাধ—
মাঠে ঘাটে শ্যামলিমা, নীলিমা অগাধ
আলোকিত আকাশে আকাশে,
মর্মরিত চঞ্চলতা দক্ষিণবাতাসে
মুঞ্জরিত শালমহুলের,
রৌদ্র, সুধা, গীতগান, সুগন্ধ ফুলের,
কৃষ্ণঘনে শ্রাবণবলাকা,
যাত্রীপ্রাণউন্মাদিনী সরণী সে বাঁকা
দিগন্তের আহ্বানে উন্মন।
আমি তব গৃহবাতায়ন
চিরশূন্য, চিরপূর্ণ অনন্তের ধনে।'

'অসীম সৌভাগ্য মোর, অতুল ভুবনে
তুমি মোর নিত্যঅধিকার।
বিহঙ্গকাকলিগীতে প্রভাতে আমার
স্বপ্নাবিষ্ট মোহ করো দূর,
ধ্রুব আর সপ্তর্ষির সামমন্ত্রসুর

সারারাত্রি আত্মারে শুনায়ে ;
তালের বাকলে, ভগ্ন দেউলের গায়ে
দিনান্তের বিদায়অরুণ
আলোকের আভা ফেলি গাও গুন্ গুন্
বৈরাগ্যের করুণ বিষাদ ;
বৈকুণ্ঠবাসিনী শ্রীর চিরস্বপ্নসাধ
হাসিখানি করিয়া হরণ
কে এল রে পূর্ণিমায় নিঃশব্দচরণ,
স্খলিতঅঞ্চলে যেথা প্রিয়া
ঘুমায় অপরিচিতা, শিশু বক্ষে নিয়া।
শ্যাম ধরা, সুনীল গগন,
ছয়ঋতু, রাত্রিদিবা, দুর্লভ লগন
বারম্বার করিয়াছ দান।
তুমি মোর সৌভাগ্যসমান।'

৩

'শূন্যউৎস হতে চির আলোকের গীতে
রবিতারা ঝঙ্কারিত ; ধরার ধূলিতে
লুটিয়া ছুটিয়া বহে হায়।
হে নিবাস, হে নিবাসী, মোর শূন্যতায়
সেই গীত পূরিব এ সাধ—
সে অনন্ত, সে আলোক, সে সুধা অগাধ।'

শান্তিনিকেতন
১৭ কার্তিক ১৩৪৪

বিদায়প্রভাত

—

এখনো শীতের আবির্ভাবের দিন
দূরে আছে ভাই শুভ্র শিউলি হলি কেন বিমলিন ?
শ্যামলে সোনায় মিলি ইতি-উতি
শিশিরসজল শারদআকূতি—
মাঠে মাঠে জাগে, হেরো গো সরসী হয় নি সরোজহীন
দূরে আছে ভাই, এখনো শীতের আবির্ভাবের দিন।

এখনি কি ভাই, সুধাসুরভিত ফুরালো বাসররাতি ?
এখনি কি তবে লবে গো বিদায়, প্রভাতপূজার সাথি ?

জাগো লজ্জিত অরুণ বোঁটায়
মর্মগোপন মধু'র ফোঁটায়,
পরান পরশি দাও তবে শেষ সিত চুম্বন-চিন্।
দূরে ছিল ভাই, এখনো শীতের আবির্ভাবের দিন।

শান্তিনিকেতন
১৭ কার্তিক ১৩৪৪

মোহ

কথা-সনে কেন কথা গাঁথি
যেন এ মালতীফুলপাঁতি—
কোন্ বন্ধু সে কোন্ সাথি
        আদরে তুলিয়া লবে বুকে ?

প্রণয়ের মধু উৎসবে
কবে বধূ চিরবান্ধবে
মালা পরাইয়া বরি লবে—
        এ মালা পরিবে হাসিমুখে ?

কথা-সনে শুধু কথা গাঁথি,
এ নহে বকুলফুলপাঁতি,
এ নহে মাধবী মধুরাতি—
        মিছা মোহ মিছা সুখে দুখে।

বোলপুর
২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

কথা

কথা গেঁথে গেঁথে শুধু দিন হল গত,
শূন্যগর্ভ কথা শত শত।
বীর দেয় রক্তপদ্ম-হৃদি উপহার,
প্রেমিক তাহার
দেবতার হাস্যশুভ্র সুরভি গোলাপ।
শত শোক তাপ
স্নিগ্ধ স্পর্শে মুছে নেয় বধূ ও জননী।
দ্যুতিঅন্বেষণী
সাধকের দৃষ্টি জাগে তমিস্রার পার।
হায় রে আমার
ব্যর্থ হল এ জীবন দিবাস্বপনেতে—
শূন্য শুষ্ক কথা গেঁথে গেঁথে।

শান্তিনিকেতন
১৬ কার্তিক ১৩৪৪

কথাকারুকর

কবি নহি আমি, কথাকারু গাঁথি,
কথা মম সম্বল।
সুর কোথা প্রাণে ? মোর মূক প্রাণে
ভরা এ অশ্রুজল।
বধূ নহে মোর অরুণবরণা
বাঁকা পথলেখাখানি—
অনাথ বলিয়া এ ভুবনে আমি
অশেষের সন্ধানী।
তানলয়হীন গীতগান গাই
প্রান্তরপারে-পারে—
সঙ্গহীনের সে যে সান্ত্বনা।
মনে হয় বারে বারে,
নীলাকাশে বসি হয়তো সে গান
শুনে কেহ তন্মন।
হায় নীলাকাশ ! হায় ক্ষীণআশ
ভীরু পাঁজরের ধন !
আমি কবি নই, কথাকারু গাঁথি,
কথা শুধু সম্বল—
হায়, হাসি-ভরা বাঁশি-ভরা মোর
এ শুধু অশ্রুজল।

মাঝে মাঝে তবু ভেসে আসে কোন্
 সুদূর দিনের স্মৃতি !
এই পঞ্জরে বাসা বেঁধেছিল
 কোন্ নন্দনপ্রীতি—
নন্দনবন-স্বপনে মুগ্ধ
 কোন্ সে কিশোর কবি,
মর্তেও যার সদা জাগিত রে
 মোহন অমৃতছবি,
আশা ফুটে নাই ভাষায় যাহার,
 মেলে নি মুদিত চোখ,
রোমে রোমে পশি গুঞ্জনস্বরে
 গেয়েছিল কী আলোক,
গেয়েছিল তাই সেও গুন্‌গুনি
 কোন্ কমলাস্তুতি—
গেয়েছিল 'হায় হৃদিফুলে মোর
 একি মধুঅনুভূতি' !
আশা ফুটে নাই ভাষায় তখনো—
 হায় সে কিশোর কবি,
অবোধ, মুগ্ধ, মানবআননে
 হেরিল অমৃতছবি।

কত কাল হল সে তো নাই,
 তার চিতার ভস্ম উড়ে
দুপুর-রৌদ্রে মরীচিকা শুধু
 সৃজিতেছে দূরে দূরে।

ভালোবেসেছিল সেই বন্ধুরে ;
সেই লভেছিল চুমা
শৈশবে চাঁদ-জননীবদনে,
সেই বলেছিল : ভূমা
মানবের চির সাধনের ধন,
প্রেম চিরসুন্দর,
ভুবনভবন প্রিয়, আরও প্রিয়
নীলনভপ্রান্তর—
যুগে যুগে যেথা যাত্রী গো প্রাণ
যাত্রী তপন তারা
যাত্রী উদাস দিগ্‌বাস ভোলা
বাউল আপনহারা।

কত কাল হল সে কিশোর নাই !
ফুটা পঞ্জর-তলে
দীর্ঘ নিশ্বাসে বাঁশি বাজে শুধু !
ভরে গো অশ্রুজলে
মোর বুক আর মোর সুখ দুখ !
হায় মোর কারুকথা
কাগজের ফুল, মন্দারময়
নয় গো কল্পলতা।

শান্তিনিকেতন
১৭ কার্তিক ১৩৪৪

শারদা

জ্যোতির্ময়ী
আশ্বিনের দিবা অয়ি
জ্যোতিরর্ঘ্যভার
উষাকালে এনেছ তোমার
অরুণথালায় ;
শেফালিরে, তৃণে তৃণে মুক্তামালায়
দিলে জ্যোতির্ময় আয়ু ;
অঞ্চলের বায়ু
চঞ্চলিল ফুল্ল কাশবনে,
হিল্লোল তুলিল ক্ষণে ক্ষণে
শ্যাম শস্যক্ষেতে,
মিলাইল নীল গগনেতে
শুভ্র যেথা নন্দনের পাখির পালোক
পড়ে আছে ; লয়ে ছায়ালোক
একা বসি বেণুকুঞ্জতলে
কপোতকূজিত ক্ষণে, আনন্দচপলে,
ঝঙ্কারিলে অশ্রুত খঞ্জনী ;
বিদায়ের পিছু-চাওয়া ব্যথায় রঞ্জনি
শাল-মহুলের বঁনে অলিতে-গলিতে
মেলে দিলে, ধীরপদে চলিতে চলিতে
অস্তাচল-ঘাট-পানে ;
স্তব্ধমেঘবিদায়সোপানে

উষসী

অনুরাগ আঁকি
ডুব দিলে কখন একাকী
তিমিরসিন্ধুর নীরে
স্বর্ণঘট শিরে;
উঠিলে না আর—

উর্ধ্বে উৎসৃজিলে নির্মাল্যের ফুলহার—
শুভ্রোৎপলদল-হেন সিতপক্ষশশী,
লক্ষ তারা ওই যারা অতন্দ্রিত তরঙ্গে উলসি
অপার তিমির ভরি
চমকিছে দীর্ঘ বিভাবরী।

শান্তিনিকেতন
১৯ কার্তিক ১৩৪৪

হৈমন্তী

আকাশের উচ্ছল পেয়ালা
সৃজিয়াছে অপরূপ রৌদ্রসুধা-ঢালা
একখানি দীপ্ত দিবা আমার এ ছাদে।
কপোত বধূরে সাধে
কোমল কূজনে।
ঊর্ধ্বশির তালবনে
রোমাঞ্চ জাগিছে দিগ্বধূর।
শাল-শিরীষের বন মর্মরমধুর
আলোকখচিত ছায়াখানি
ধুলে ধুলে চঞ্চলিছে কী সুখে না জানি
অধীর লীলায়।
হিমঝুরি-বিটপীর শ্যামল শিলায়
প্রসূনের নির্ঝরিণী ঝরে।
সুদূর অম্বরে
মিলাইল বুঝি পাংশু চিল।
অপরূপ দ্বিপ্রহর, অপরূপ সুন্দর নিখিল।

জানি শাল-শিরীষের পারে
মাঠে মাঠে শস্যশোভা আজও বারে বারে
ফিরে চায় শ্যামলে ও সোনার বরণে
আশ্বিনস্মরণে।
জানি তার পর
রক্তরাগবিদীর্ণ প্রান্তর
তৃণতরুহীন ;
স্থানে স্থানে বালুকাবিলীন
মন্দবহ শীর্ণ বারিধার।
তারও পরে পাণ্ডুনীল উন্নত পাহাড়
ঊর্ধ্বআকৃতির গান গায়
গগনসীমায়।
ঝিল্লিঝঙ্কারিত স্বরে
কোথা হায় অরণ্যের ঘন অন্তঃপুরে
দিবা হেরে নিশীথস্বপন।
জাহ্নবী যমুনা সিন্ধু প্রবাহিণী ধায় অগণন
নিত্যআবর্তিত যেন শতনরী হার।
হে ধরণী, কোথাও তোমার
শূন্য মরুস্থলী
অবোধ মৃগেরে ছলি
দিগন্তে নাচায় সদা তৃষা মূর্তিমতী,
কোথাও বা ঊর্ধ্ববাহু নীরবপ্রণতি
অকলঙ্ক হিমগিরি আকাশদর্পণ,
সপ্তসিন্ধুহৃদয়েতে কী যে আন্দোলন
উৎসৃজিয়া প্রতি পদে ফেনপুষ্পহার
শিবের তাণ্ডবে অনিবার।

বিচিত্রবরণী
মহীয়সী আশ্চর্য ধরণী—
অচেনা, ছলনাময়ী !

'চিনিব চিনিব' তবু মর্মে জাগে, অয়ি,
রৌদ্র-ভরা দশ দিকে
যবে তুমি এ প্রাণপথিকে
দাও হাতছানি
লক্ষ শত রূপরেখা টানি ।

ছায়া
বিস্তারিয়া অস্তপ্রায় দিবা ।
আহা কিবা
বিষণ্ণ করুণ
অপরাহ্ণ আভাস্ অরুণ
সমুজ্জ্বলে
তরুতলে-তলে ।
বধূবরণের ক্ষণ
এল রে এখন
সলাজ রক্তিম

হে পৃথিবী, তোমার নিঃসীম
নিরাকার হতে জাগো তুমি
শ্রীচরণে চুমি
এইক্ষণে
এ ক্ষুদ্র অঙ্গনে—

নিরবগুণ্ঠিত, মূর্তিমতী।
জীবন জনম মোর ধন্য করো, সতী।

হায়,
দিবা ডুবে যায়।
সন্ধ্যার আঁধার।
ঊর্ধ্বে ভাসে তারকার হার।

শান্তিনিকেতন
১৮ কার্তিক ১৩৪৪

শ্যাম-লতা

—

কেউ বলে তোরে অনন্তমূল, কেউ বলে শ্যাম-লতা।
আমি জানি তুমি সোহাগে কহিলে কথা
মুগ্ধ মুদিত প্রাণে।
সন্ধ্যাআঁধারে চলেছিনু যবে, শালবন-মাঝখানে
স্তম্ভিত যত ভয়ের আকার তরু,
আঁকাবাঁকা পথ সরু
পথিকবিহীন যেন রে নিরুদ্দিশা,
যেন রে অশেষ নিশা।

হেনকালে তুমি কহিলে 'বন্ধু'! কহিলে 'বন্ধু ভাই'!
চমকি হেরিনু তাই
সহকারশিরে জলিছে ঝলিছে জোনাককুসুম ও যে,
নয়নানন্দ— হেন আহ্বানে প্রাণ আর-কারে খোঁজে,
প্রাণ যে চক্ষু বোজে
অপরূপ কোন্ প্রণয়ের রসাবেশে।
কাননের কালো কেশে
মনে পড়ে যেন জড়ায়ে জড়ায়ে উঠিতে দেখেছি তোরে
বরিষণ-শেষ ভোরে।
শুভ্রহসিত কণিকা কণিকা ফুলে
কী সুবাস ছিল কখন্ গিয়েছি ভুলে।

ঊষসী

সখী, তুমি ভোলো নাই !
পথধার হতে সহসা 'বন্ধু' কহিলে 'বন্ধু ভাই
আহা কী মধুর কথা !
বলুক নাহয় অনন্তমূল, বলুক-না শ্যাম-লতা
আহা এ কী তব স্বকণ্ঠ মধুরতা।

বোলপুর
১৯ কার্তিক ১৩৪৫

রাধামঞ্জরী

ব্রজভূমিতে-দেখা বনশোভিনী লতায় শুভ্র ও
সুগন্ধি ফুল, নামগোত্র-না-জানা।

চূতচম্পক শিরীষবকুল শালমহুলের ফুল,
মল্লীমালতী কুমুদকমল রাঙা বসোরাই গুল,
কুন্দকূটজ বনকর্ণিকা ঝুম্‌কা জবার দুল—
অহরহ শুধু মধুর মন্ত্র জপি
অধরা-স্বপন স্বপি
কত যে শরৎ কত বসন্ত গত।

আজি এ প্রভাতে শুকতারকার মতো
উদিলে সহসা হৃদিনীলিমায় লীনা
কে গো তুমি হায়, পথে যেতে মুখ চিনা—
কী নামে ডাকিব বল্‌?

তখনো বুঝি বা বিহগকূজনে জাগে নাই বনতল,
তৃণে সুশীতল শিশিরঅশ্রুজল,
নিমের শাখায় ঝুরু ঝুরু মৃদু হাওয়া,
পূরবপ্রদীপ একাকিনী জাগে প্রভাতের-পথ-চাওয়া···
মৃদু বায়ে কার সুপ্তিনিশাস যেন
সুরভিনিশাস মুখে যে লাগিল— কেন
খুঁজে নাহি পাই তারে
তমালঅন্ধকারে!

উষসী

আকাশ ছুঁয়েছে সিন্দুরআভা, ডুবে গেছে শুকতারা,
বনকপোতেরা কূজিছে, কলাপী দিতেছে পাখ্‌না ঝাড়া,
দিগন্তে ঐ আনীলধূসর গিরিশিখরের 'পর
জ্যোতির্হসিত দেখা দিল দিবাকর,
প্রান্তে প্রান্তে চামর ঢুলালো প্রান্তরে শরবন,
বাব্‌লার শিরে কুসুমিত কাঞ্চন—
পদধ্বনিতে বুঝি ভয় পেল তারা,
বিদ্যুৎগতি হরিণ হরিণী চকিত চমকে হারা
কেলুকুঞ্জে কি ? অথবা কদমবনে ?

হেরিলাম সেইখনে
শারদশ্রীর অঙ্গুলি ও কি চন্দ্রিকাচারু হায় ?
অচেনা কুঞ্জে এ কোন্ কুসুম কার আশাপথ চায় ?
বৃন্দাবিপিনতলে
শ্রীমতী ও ফুলে মালা গাঁথি দিবে নওলকিশোর-গলে ?
ময়ূরপুচ্ছ-সাথে
নন্দিবে ফুল মোহন চূড়ায় চিরপূর্ণিমা রাতে
রাসউৎসব-সনে ?—
সখী, তোরে আজি রাধামঞ্জরী নাম দিনু মনে মনে।

বোলপুর
২০ কার্তিক ১৩৪৪

বিকালের আলো

—

মর্মর সহসা জেগে কাননের মর্মেই মিলায়
মলয়জ-সমীর-লীলায়,
কূজনবিরত ঘুঘু দুটি,
নিরজনে বকুলের ফুলগুলি ফুটি
বিছাইল সুরভিত মায়া,
জলকলস্বর, স্নিগ্ধ সুনিবিড় ছায়া,
আর, তার বক্ষে মুখ রাখি
বিকালের হৈম আলো, মনে হয় নাকি
কিশোরবয়সী বধূবালা :
গুণ্ঠনে আবৃত, তবু কানন উজালা
লাজারুণ করুণ আঁখিতে।

স্বামী যাবে পরবাসে ; বেদনা ঢাকিতে
শরমে যতই যত্ন করে,
অধরে হাসিটি রয়, অশ্রুজলে ভরে
দুটি চোখ :
অপরূপ রূপের আলোক
ম্লান হয়ে বলে শুধু 'যেয়ো না, যেয়ো না'।
দ্বারঅন্তরালে সেই নীরবরোদনা
মূর্তিখানি, দয়িতের লাগে যেন অপরূপতর :
বিচ্ছেদের স্রোতোমুখে কাঁপে থরোথরো
অধীর হৃদয়।

উষসী

মনে হয়,
তৈলহীন আয়ুদীপশিখা
এ কোন্ কবির, লেখে শেষস্বর্ণঅনুরাগলেখা
মূর্ছিতা প্রিয়ার অলকে গ্রীবায় ভালে ;
নিজেরে উজাড় করি ঢালে
নির্ভূষণ নীরব চরণে।
নিঃশব্দ বরণে
সুন্দরী এ ধরা-পানে চেয়ে
আপনাতে আপনি সে গেয়ে
উঠিছে সোহাগে,—
'হে ক্ষণিকা, তব অনুরাগে
ধন্য হল এ জীবন অচেনা বিদেশে!
ধন্য হল এ জীবন তোরে ভালোবেসে!'

গলিত-কাঞ্চন-হেন বিকালের আলো
কখন্ মিলালো
অপ্সরীর কুঞ্চিতচিকুর-হেন কোপাইয়ের স্রোতে,
বনকুল-বঁইচির কাঁটাগুল্ম হতে।
শিহরিয়া ক্ষণকাল খর্জুরের শিরে
অস্তপথঅভিসারিণী রে
কাননের অন্তঃপুরে বিজন শাখাতে
শেষ রশ্মিপাতে
ডালিম-ফুলের রাঙা রাগে
চুমিল সোহাগে।

শান্তিনিকেতন
২৩ কার্তিক ১৩৪৪

বিদায়

আজি এ যামিনী-শেষে
হে বন্ধু, যাব পথের প্রবাহে ভেসে
অচেনা সুদূর দেশে।
মনে রেখো না, রেখো না মোরে।

প্রভাতপ্রসূন প্রতিদিন ভালো বাসিবে বন্ধু, তোরে।
অচেতন পথে শিহরি উঠিবে ওরে
কনকঅরুণ ধূলিকণাগুলি নূতন কী চেতনাতে
তোর প্রতি পদপাতে।

বন্ধু আমার, অনুদিন অনুখন
ক্রন্দসীহৃদি করে বুঝি ক্রন্দন
তোমারই কারণে অকারণ অনুরাগে।
প্রাণে প্রাণে তাই কানন কানে কথা জাগে,
হৃদয়ে তোমার লাগে
সুদূর দীর্ঘশ্বাস।

বন্ধু গো, সেই নিরাকার নিরাবাস
চিরপ্রণয়ের অচির সঙ্গ, অঙ্গ বুঝি বা আমি।

বন্ধু, বিদায়কামী
সাশ্রুনয়নে চাহিব না এই অচির চৈত্রযামী
যখন পোহাবে ওরে।

বিদায় বন্ধু, বিদায়, মিনতি তোরে
মনে   রেখো না, রেখো না মোরে।

শান্তিনিকেতন
১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

উষাস্তোত্র

—

নিষ্কলুষা
হে শাশ্বতী উসা !
অয়ি চিরস্বপ্রকাশা অনাদ্যন্ত প্রলয়তিমিরে !
অবিক্ষুব্ধ ক্ষীরোদধিনীরে
কমলার শ্রীচরণ-স্পর্শ কাম কমল যেমন
শতেক সহস্র দল করে উন্মেলন
সর্ব সত্তা মম জাগে
তব জ্যোতির্মূর্তিঅভিমুখ।
বিদূরিয়া ক্ষুদ্র দুঃখসুখ
সহস্র জন্মের কামনাকল্পনারাজি
ঝরাইলে আজি
তব আলোআশীর্বাদ অকম্পণ করে
ঊর্ধ্বতৃষিত ললাটে নয়নে অধরে
অংসে উরসে অন্তরে
জননী করুণাময়ী,
দিব্যউষা অয়ি।

যাত্রী আমি অতন্দ্র দিবসনিশা
বর্ষ যুগ যুগান্তর— নীল-শূন্যে-মিশা
তুঙ্গগিরি-শিখর-সন্ধানে।
যেন রে অনন্তনাগ কোথায় কে জানে

দুর্গম বন্ধুর পথখানি
উত্তরিবে শেষ। জানি,
পাকে পাকে তার
দিকে দিকে প্রকাশিল অনন্ত উদার
বিশ্বভূমি—
দূরে আরো দূরে! নীলাম্বর চুমি
চূড়ার উপরে চূড়া
দেখা দিল! যুক্তপাণি অপ্সর-ঋভুরা
গাহিছে বন্দনাগান
শূন্যে শূন্যে পরিভ্রমি! গিরিশ-সমান
সুধাশুভ্র সে শিখর।
তারও উর্ধ্বে, হায়, তারও পর
জাগিছে অনন্ত ধরাধর—
পদতলে সিন্ধু আর ধরা;
চিরউর্ধ্বে জ্যোতির্বাস-পরা
জ্যোতিরন্তর্লীনা
জননী গো।

জন্ম জন্ম ভ্রমিলাম, হে দেবী, জানি না
নিঃসীম মাধুরী তব, অন্তহীন বিভা।
হে শাশ্বতী দিবা,
স্বরচিত অজ্ঞান-আঁধারে
তোমারে আবৃত করি জন্মমৃত্যু-ব্যাকুল পাথারে
দুঃখসুখঅভিহত
ফিরিলাম কত

ব্যর্থ বাসনায় ব্যর্থ বিরাগানুরাগে।
জড়ের হৃদয়ে ছদ্ম অন্ধকারে জাগে
অমর স্ফুলিঙ্গ তব, কে জানিত আগে।
কে জানিত এ আকাশে
সূর্য শশী তারা মিলি কণিকা প্রকাশে
তোমারই মহিমা।
মানবের রূপকৃতি প্রেম মৈত্রী বীরত্বের সীমা
বিদ্যুৎইঙ্গিতে উদ্ভাসিয়া
তব দূর শ্রীচরণ, তোমাতেই যেতেছে মিশিয়া
ক্ষণপরে।
কে জানিত, দুর্ধর্ষ সমরে
তমিস্রঅসুরপরাভব
জ্যোতির্ময় দেবসেনা সব
তোমারই নির্দেশে ধায় অভিযানপথে,
তোমারই প্রেরণে ধায়— জগতে জগতে
সংগ্রাম অশেষ।

'কাঙ্ক্ষি দেবী, জ্যোতির্বন্যাপ্রবাহপ্রবেশ
আজি তব আবির্ভাব উন্মুক্ত সকল সত্তা ভরি।
সে প্রবাহ-স্পর্শমাত্রে মরি
অয়স হউক সোনা,
জড়ত্বতন্দ্রিত তনু স্পন্দিত চেতনা
ঘন আনন্দের—
হৃদি প্রাণ মন সেই প্রবাহ-ছন্দের
অলোক-সংগীতে-জাগরূক

আলোকের কমল উৎসুক
ফুটুক ফুটুক
তব শ্রীচরণ-লোভী। হে আনন্দময়ী,
তোমার সন্তান আমি, দানববিজয়ী
তোমার কৃপাণ,
তব সেনা, তব চিরউদ্যত নিশান :
তুমি আমি, চিন্ময়ী অয়ি মা,
চিরআনন্দময়ী মা!

শান্তিনিকেতন
২৪ কার্তিক ১৩৪৪

উষসী

অনূদিত

-

সীমাহীন করুণায় ধরায় ধূলির সুষমাতে
স্বর্গস্মৃতি এঁকে যায় যে চরণপাতে,
সে দুটি চরণ পূজি কী সুখ উথলে!
দিব্যপ্রেমআবেগে রঞ্জিত অপরূপরাগ
স্বপ্নচ্ছায়া নয়নের দৃষ্টিপাতে নীরব সোহাগ
ভুলাইয়া কোথা লয়ে চলে!

শাশ্বত উষার কান্তি আনন্দিত অন্তরে তাঁহার
বাণীপূর্ণ দিবসের জাগরউন্মুখ শোভা-সনে
গভীর কী অনুরাগে মিলিয়াছে যেথায় মিলনে
রাত্রির রহস্য চিরন্তন, বর্ণনার পার।

হায় রে মুখের কথা অনিত্য চঞ্চল!
প্রকাশের বৃথা এ আকৃতি
কোটি কল্প-কল্পান্তের তারকিত শান্তি সমুজ্জ্বল
বিফল ব্যঞ্জনা যার, অসম্পূর্ণ স্তুতি।

শান্তিনিকেতন
১৮ আষাঢ় ১৩৪২

প্রার্থনা

অনূদিত

মৃত্যুপরিণামী, এই চঞ্চল জীবন তবু প্রিয়।
মানবমুখের বাণী সুমধুর, গায় সে যদিও
নির্বাসনে তারাগীতি। যৌবনের অভিযানখানি
যেমন সে অনিশ্চিত, তেমনি আশ্চর্য তারে জানি।

জ্যোতির্ময়ী আনন্দপ্রতিমা ঊর্ধ্বে! অয়ি অপার্থিবা!
স্নেহ প্রেম টুটে পাছে, কেমনে ধাইব দিব্যদিবা
যেথা ছায়াহীন! দুর্বলেরে পার্থিব তৃষার পারে
জাগাতে বাসনা যদি নত হয়ে নেহারো আমারে।
সর্বলোকঅতীত তোমার যে দীপ্তি অচিন্তনীয়া,
পরিচিত আভার আভাসে যেন ব্যাপ্ত করে হিয়া।

পার্থিব অধরে দেবী, উচ্চারণ এই প্রার্থনার—
প্রাণের ভাষায় কথা কও প্রাণে! জননী, তোমার
প্রেমে পরিণত হোক অশরীরী নিখিল মহিমা,
স্নেহনত মানবমুখানি-রূপে সে প্রেমের সীমা।

বোলপুর
১৮ আষাঢ় ১৩৪২